



আজ বিপ্লবী
ভগৎ সিং-
এর ৯৩ তম
শহিদ দিবস।
বিশেষ প্রতিবেদন
৪ পৃষ্ঠায়



কলকাতা সংস্করণ

হারপোকার
জালা
হারপোকার জালায়
কানাডার টরেন্টো
শহরের মানুষ
অতিষ্ঠ
পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ □ ১৬৩ সংখ্যা □ ২৩ মার্চ, ২০২৩ □ ৮ চৈত্র ১৪২৯ □ বৃহস্পতিবার ৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 163 • 23 March, 2023 • Thursday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ভারতে শক্তিশালী ভূমিকম্প নিহত অন্তত ৯

ইসলামাবাদ ও কাবুল ২২ মার্চ : পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তজুড়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হয়েছে। এতে পাকিস্তানে অন্তত ৯ জন নিহত ও কয়েক শ মানুষ আহত হয়েছেন। তবে আফগানিস্তান ও ভারত থেকে তাৎক্ষণিক কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আঘাত হানা এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৫। এরপর ৩ দশমিক ৭ মাত্রার একটি পরাঘাতেরও ঘটনা ঘটে। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি ও কাশ্মীর থেকেও এ কম্পন অনুভূত হয়েছে। আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল এবং পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ ও লাহোরেও এ কম্পন অনুভূত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল আফগানিস্তানের শহর জুরম থেকে ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্ব দিকে পাকিস্তান ও তাজিকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি। পাকিস্তানের আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, হিন্দুকুশ অঞ্চলে হওয়া এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৮ মাত্রার কিছু বেশি। আর পরাঘাতের মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৭। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সেখানে ভূমিকম্প ঘরের দেয়াল খসে ১০ বছর বয়সী এক মেয়ে ও ২৪ বছর বয়সী এক তরুণ নিহত হয়েছেন। তবে তাতক্ষণিক আফগানিস্তান ও ভারত থেকে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। খাইবার পাখতুনখাওয়ার উদ্ধারকারী সংস্থা রেসকিউ ১১২২-এর মুখপাত্র বিলাল ফাইজি বলেন, সেখানকার সোয়াত জেলায় ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছে। সেখানে ২০টির বেশি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অনেক মানুষ আহত হয়েছেন। সোয়াত উপত্যকার হাসপাতালগুলোতে অন্তত ২৫০ মানুষকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ জন সামান্য আহত হয়েছে। আর দুই শতাধিক মানুষ অজ্ঞান হয়েছিলেন। এই প্রদেশের অন্যান্য এলাকায় ৫২ বাড়ি আহত হয়েছেন বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

বিলকিসের ধর্ষকদের মুক্তি পুনর্বিবেচনায় বিশেষ বেঞ্চ গড়বে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ : বিলকিস বানো মামলায় আবেদনের শুনানি করবে সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ১১ জন ধর্ষকের মুক্তির বিরুদ্ধে দায়ের করা আবেদনের শুনানি করতে রাজি হয়েছে শীর্ষ আদালত। ২০০২ সালে গোধরাকান্ডের সময় বিলকিস বানোকে গণধর্ষণ ও তাঁর পরিবারের সাত সদস্যকে খুন করা হয়। কিন্তু, ২০২২ সালের ১৫ অগস্ট, ভারতের ৭৬ তম স্বাধীনতা দিবসের দিন বিলকিস গণধর্ষণ মামলায় ১১ জন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের ছেড়ে দেয় গুজরাট সরকার। বুধবার, এই আসামীদের অকাল মুক্তির বিরুদ্ধে দায়ের করা আবেদনের শুনানি করতে রাজি হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গত ২৪ জানুয়ারি, ১১ জন গণধর্ষকদের মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দ্বিতীয়বার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিলকিস বানো। বুধবার, বানোর সেই

আবেদন গ্রহণ করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। জানা যাচ্ছে, ধর্ষকদের বিরুদ্ধে বিশেষ বেঞ্চ গঠন করবে শীর্ষ আদালত। এ নিয়ে বিলকিস বানোকে আশ্বস্ত করেছেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি পিএস নরসিমা ও জেবি পারদিওয়ালার বেঞ্চ। শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘আমি একটি বেঞ্চ গঠন করব। আজ সন্ধ্যায় এই বিষয়টির দিকে নজর দেব আমি।’ প্রসঙ্গত, গত ১৫ অগস্ট বিলকিসের ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়ার পর তোলপাড় হয় সারা দেশ। গুজরাট এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বারবার কাঠগড়ায় তোলে বিরোধীরা। ১১ জন ধর্ষকের মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পিআইএল জমা দেন সিপিআই(এম) নেত্রী সুভাষিণী আলি, স্বাধীন সাংবাদিক রেবতী লাউল এবং লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য রূপ রেখা ভার্মা সহ আরও অনেকে।

দিশেহারা সরকারের ব্যাপক ধরপাকড় ও মামলা ‘দিল্লিতে মোদি হটাও, দেশ বাঁচাও’ পোস্টার

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ : ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে ‘মোদি হটাও, দেশ বাঁচাও’ আওয়াজ উঠে গেছে। দিল্লিজুড়ে পোস্টার পড়েছে ‘মোদি হটাও, দেশ বাঁচাও’। এই পোস্টার মোদি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এতটাই বেসামাল করে তুলেছে যে দিল্লি পুলিশের এখন প্রধান কাজ হল পোস্টারগুলি তোলা এবং বেলাগাম ধরপাকড় ও মামলা করা। দিল্লি পুলিশের নতুন কাজ সেই পোস্টার সরানো এবং এফআইআর দাখিল করা। মঙ্গলবার বিকেল থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত এসব পোস্টার দিল্লি পুলিশের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পোস্টার-কাণ্ডে শতাধিক এফআইআর দাখিলের পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয়েছে অনেককে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২ হাজার পোস্টারের বাস্তি।

অভিযোগের তির দিল্লির শাসক দল আম আদমি পার্টির (আপ) দিকে। বুধবার সকালেই আপ টুইট করে বলে, মোদি সরকারের ‘স্বৈরতন্ত্র চরমে পৌঁছেছে’। লালের ওপর সাদা দিয়ে লেখা ওই পোস্টারের প্রতিলিপি দিয়ে টুইটে আপ জানতে চেয়েছে, ‘এই পোস্টারে আপত্তিকর কী এমন আছে যে মোদিকে ১০০টি এফআইআর করতে হয়? প্রধানমন্ত্রী মোদি, সম্ভবত আপনার জানা নেই, ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এক পোস্টারকে এত ভয়?’

দিল্লি পুলিশের দাবি, মঙ্গলবার আপ অফিসের

কাছ থেকে একটি ডেলিভারি ভ্যান আটক করা হয়। তাতে নাকি বহু পোস্টার পাওয়া যায়। ভ্যানচালক নাকি বলেছেন, তাঁকে ওই পোস্টার আপ অফিসে দিয়ে আসতে বলা হয়েছিল। পুলিশের দাবি, ওই চালক নাকি বলেছেন, সেমবারেও তিনি আপ অফিসে পোস্টার দিয়ে এসেছেন। পুলিশের আরও দাবি, যে দুই ছাপাখানায় ওই পোস্টার ছাপা হয়েছিল, তাদের মালিককে আটক করা হয়েছে। ৫০ হাজার ‘মোদি হটাও, দেশ বাঁচাও’ পোস্টার ছাপানোর বরাতে ছাপাখানার মালিকদের নাকি দেওয়া হয়েছিল। এফআইআর দাখিল করার প্রধানত তিনটি ‘অপরাধ’-এর যুক্তি দেখানো হয়েছে। একটি হলো যেখানে-সেখানে পোস্টার স্টেটে শহরের সৌন্দর্য নষ্ট। দ্বিতীয়ত, ছাপা পোস্টারে প্রিন্টিং প্রেস ও কারা ছাপাচ্ছে, তার উল্লেখ না থাকা। তৃতীয়ত, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করা। পোস্টার সরিয়ে দেওয়ার কারণও এই তিনটি। যে যুক্তিগুলিকে হাস্যকর ও অগণতান্ত্রিক বলে অভিহিত করেছে রাজনৈতিক মহল। দিল্লি বিজেপির মুখপাত্র হরিশ খুরানা বলেছেন, অপের সাহস পর্যন্ত নেই যে তারা এই পোস্টার মেরেছে, তা স্বীকারের। পোস্টার স্টেটে তারা আইন ভেঙেছে। অন্যদিকে আপ নেতৃত্ব বলেছেন, পোস্টারের দাবি গণতান্ত্রিক। পুলিশের ‘অগণতান্ত্রিক’ আচরণের প্রতিবাদে ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অপসারণের দাবিতে তাঁরা আন্দোলনে शामिल হবেন।

চাকরি দেওয়ার নামে এবার পুলিসের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশে চাকরি দেওয়ার নাম করে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ। শুধু তা নয় ধর্ষণ ও গোপন মুহুর্তের ছবি তুলে ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি, মারধরেরও অভিযোগ তুললেন কেটপুরের এক মহিলা। কাঠগড়ায় বিধাননগর কমিশনারেটের এক কনস্টেবল। নিগৃহীতা কেটপুরের বাসিন্দা। রাতে স্বামী মদ্যপ তাঁর ওপর অভ্যচার চালাতেন বলে অভিযোগ। ফেসবুকেই ওই কনস্টেবলের সঙ্গে ওই মহিলার আলাপ হয়। কথায় কথায় মহিলা অভিযুক্তকে তাঁর পারিবারিক সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। ২০২১ সালে ১৫ অগস্ট মহিলার সঙ্গে কনস্টেবলের আলাপ হয়। তার চার পাঁচ দিন পরে অভিযুক্ত মহিলার সঙ্গে দেখা করেন। মহিলার দাবি, অভিযুক্ত পুলিশেই উচ্চ পদ কর্মরত বলে পরিচয় দেন। তাঁকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ারও আশ্বাস দেন। সাড়ে তিন লক্ষ টাকার বিনিময় চাকরি করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

তারপর ক্ষেপে ক্ষেপে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মহিলার কাছ থেকে নেন। পাশাপাশি ওই মহিলার অভিযোগ, অভিযুক্ত তাঁকে বিয়ে করারও প্রতিশ্রুতি একাধিকবার ধর্ষণ করেন। গোপন মুহুর্তের ছবিও তুলে রেখে দেন বলে অভিযোগ।

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

কাউন্সেলিং-এ হুগিতাদেশে চাকরিচ্যুতদের দাবি খারিজ কোর্টে

স্টাফ রিপোর্টার : এসএসসি গ্রুপ সি-র চাকরি চোরাদের আবেদন খারিজ করে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় হুগিতাদেশে দিতে অস্বীকার করল কলকাতা হাইকোর্ট। এর ফলে গ্রুপ সি-র ৮৪২টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য বৃহস্পতিবার থেকে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে এসএসসি। এদিন আদালতের তরফে সিবিআই ও এসএসসি-র তরফে একসুরে জানানো হয়, যে ওএমআর শিটগুলির ভিত্তিতে ৮৪২ জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে সেগুলিকে বিকৃত করা হয়নি। নিশ্চিত হয়েই সুপারিশ পত্র প্রত্যাহার করেছে এসএসসি। গ্রুপ সি-র শূন্যপদে কাউন্সেলিংয়ে হুগিতাদেশে জারির দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চাকরি চোরাদের একাংশ। সেই মামলায় বুধবার কোনও হুগিতাদেশে দিতে অস্বীকার করে আদালত। এদিন আদালতে সওয়ালে খেলা হবে শব্দবন্ধ উচ্চারণ করেন চাকরি চোরাদের আইনজীবী। পরে যদিও আদালতের নির্দেশে তিনি তা প্রত্যাহার করে। এদিন সিবিআইয়ের তরফে জানানো হয়, যে ওএমআর শিটগুলি তারা এসএসসিকে পাঠিয়েছিল সেগুলি বিকৃত নয়। অর্থিক দুর্নীতির তদন্ত চলছে। খুব তাড়াতাড়ি মাথা খুঁজে বার করা

২ পৃষ্ঠায় দেখুন



বুধবার বিধানসভায় শপথের পর অভিনন্দিত বায়রন বিশ্বাস।

ফটো : পূর্বাদ্রি দাস

অবশেষে শপথ নিতে পারলেন বায়রন

স্টাফ রিপোর্টার : সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বাম সমর্থিত কংগ্রেস বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস বুধবার শপথ নেন। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিধানসভায় তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। বিধানসভার নৌশার আলি কক্ষে কংগ্রেস বিধায়ক শপথ নেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুটু। বিজেপির কয়েকজন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দুই প্রাক্তন বিধায়ক অশিত মিত্র, নেপাল মাহাতো বায়রন বিশ্বাস গত ২ মার্চ সাগরদিঘি উপনির্বাচনে জয়ী হন। কিন্তু নির্বাচিত হলেও বিধানসভার অধিবেশন না চলায় এবং শপথের জটিলতায় তাঁর শপথগ্রহণ হচ্ছিল না। অবশেষে রাজ্যপাল এবং অধ্যক্ষের টানাপোনে শেষে বুধবার তাঁর শপথগ্রহণ হল। সাধারণত বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠের দায়িত্ব নেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের

অনুমতিতে শপথবাক্য পাঠ করতে পারেন স্পিকার। সংবিধানের সেই নিয়ম মেনে রাজ্যের বড়লাট তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরই বায়রনের শপথের দায়িত্ব ছেড়েছেন। বিধানসভার অধ্যক্ষকে একটি চিঠি পাঠিয়ে রাজ্যপাল লিখেছেন, সংবিধানের ১৮৮ ধারা অনুযায়ী বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরই আমি দায়িত্ব দিচ্ছি। তিনিই সাগরদিঘি বিধানসভা থেকে জয়ী বায়রন বিশ্বাসকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন। সেই চিঠি গত মঙ্গলবার বিধানসভায় পৌঁছানোর পর বুধবার কংগ্রেসের একমাত্র বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করালেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপনির্বাচনের পরই অভিযোগ করেছিলেন, বায়রন বিশ্বাস বিজেপির লোক। কংগ্রেস তাঁকে প্রার্থী করেছে। আর বামেরা সমর্থন করে জিতিয়েছে।

দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে আবারও ক্ষোভের মুখে মন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা : দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি পালনে গিয়ে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে মন্ত্রী। দিনভর দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি ভাল ভাবে পালিত হলেও সন্ধ্যার পর ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের গন্ডা দেবি এলাকায় কর্মসূচি পালন করতে এসে গ্রাম বাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক ও তার সঙ্গে থাকা অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন আনানারী ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি পালন ও জন সংযোগ যাত্রা সহ মানুষের অভাব অভিযোগ স্তন্বন ছিলেন। সেই কর্মসূচি পালনে গিয়েই ক্ষোভের মুখে পড়েন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, চার বছর আগে গন্ডা দেবি থেকে করইবারি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য বর্তমান মন্ত্রী ও তৎকালীন

বিধায়ক ঘটা করে নারকেল ফাটিয়ে রাস্তাটির নির্মাণ কাজের কথা ঘোষণা করেন। রাস্তার কাজ শুরু করার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত সেই রাস্তার নির্মাণ কাজ শুরু না হওয়ায় এদিন মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন একাধিক বাসিন্দা। তারা জানান চার বছর আগে উনিই রাস্তার কাজ শুরু হবে বলে নারকেল ফাটিয়েছিলেন। কিন্তু আজও সেই রাস্তার কাজ শুরু না হওয়ায় তারা এদিন মন্ত্রীর কাছে রাস্তাটি নির্মাণ করার দাবি জানান। এই বিষয়ে মন্ত্রী জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। মহান্দের রায় বলেন, বাস্তবে ঠিকাদারি সংস্থাগুলির জন্য কাজগুলি হয়নি। এই রকম ভাবে ব্রিজ, রাস্তার কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার পরেও একাধিক ঠিকাদারি সংস্থা কাজ শুরু করেনি। এতেই সমস্যা হচ্ছে। তবে দ্রুত এই রাস্তার কাজ শুরু হবে।

সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে ৬ লাখ আত্মসাৎ তৃণমূল নেত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফের চাকরি দেওয়ার নামে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে জড়াল তৃণমূলের নাম। তৃণমূল চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেত্রীর নাম জিয়ামুন্নেসা দরগাই। যদিও ওই তৃণমূল নেত্রী নিজে টাকা নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি খানাকুল-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির নারী ও শিশুকল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। ২০১৮ থেকে তিনি খানাকুল-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি খানাকুলের গোবিন্দপুরের বাসিন্দা ব্রজমোহন আদকের ছেলেকে চাকরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। প্রথমে ফায়ার ব্রিগেডে চাকরি করে

দেওয়া প্রতিশ্রুতি দেন। পরে স্বাস্থ্য দফতরে গ্রুপ ডি-র চাকরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনও চাকরি-ই হয়নি। অভিযোগ, চাকরি না হওয়ায় পরে টাকা ক্ষেত্রের প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু তারপর আর সেই টাকা ফেরত দেননি। এই ঘটনায় ব্রজমোহনবাবু আরামবাগ এসডিপিও-র কাছে অভিযোগও জানিয়েছেন। যদিও তৃণমূল নেত্রী জিয়ামুন্নেসা দরগাইয়ের দাবি, তিনি কোন টাকা নেননি। শুধুমাত্র যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে বিব্রত তৃণমূল। নিয়োগ দুর্নীতিতে একদিকে যেমন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়েছে। তেমনই নাম জড়িয়েছে তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যের। পাশাপাশি, কুন্তল-শান্তনুর মত যুব তৃণমূল নেতাদেরও।



বুধবার কলকাতার বুকে গণতন্ত্র বাঁচাও সংবিধান বাঁচাও দাবি তুলে আইনজীবীদের মিছিল।

ফটো : দিলীপ ভৌবিক

ভিতরের পাতায়

□ লাখি মেরে গর্ভস্থ শিশু হত্যাকারীর জামিনা পৃষ্ঠা : ২ □ পিতামাতার দেখভাল নিয়ে পর্ষবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। পৃষ্ঠা : ৫ □ ইউক্রেনে সমঝোতার ভিত্তি হবে চিনের প্রস্তাব। পৃষ্ঠা : ৭

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জখম ১০, থমথমে বড়এণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : তৃণমূলের নির্বাচনী কমিটি গঠন ও আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইকে কেন্দ্র করে ধুমুুমার মুর্শিদাবাদের বড়এণায়। দলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন জখম হয়েছেন। জখমদের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যও। আহত তৃণমূল কর্মীরা বড়এণ গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এলাকা উতপ্ত থাকায় পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

বড়এণ থানার বিপ্রশেখর পঞ্চায়েতের বাউ গ্রামে তৃণমূলের নির্বাচনী কমিটি গঠন এবং আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই চলছিল। বাউগ্রাম এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য মসলেম শেখ–সহ তাঁর অনুগামীরা সেই সভা করছিলেন। সেই সময় দলেরই অন্য এক গোষ্ঠীর তৃণমূল নেতাকর্মীরা তাঁদের উপরে হঠাৎ হামলা চালান বলে অভিযোগ। এক পঞ্চায়েত সদস্য, তাঁর ছেলে সহ–বেশ কয়েক জন তৃণমূল কর্মীকে এলোপাথাড়ি কোপানোর অভিযোগ ওঠে অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। যদি ওই গোষ্ঠীর অভিযোগ, পঞ্চায়েত সদস্য ও তার ছেলেরা তাদের মারধর করেছে। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নতুন নয়। বড়এণ এলাকায় বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মাহে আলমের অনুগামীদের বিবাদ অনেক পুরনো। মাঝে মাঝে তা প্রকাশ্যে চলে আসে। মুর্শিদাবাদে গত কয়েকদিন এরকম একাধিক গোষ্ঠী স্বদ্বন্দের খবর এসেছে। তবে জেলা নেতৃত্ব এ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত গৃহবধু

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার হরিহরপাড়া বাজারের মধ্যে রাজ্য সড়কের ওপারে লরির চাকায় পৃষ্ঠ হয়ে গৃহবধু ভারতী মণ্ডল (৫৫) ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সাড়ে নটার সময়। স্বামী স্ত্রী দুজনে বহরমপুর থেকে বাড়ি ফেরার পথে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। লরিটি চাপা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশ লরিটিকে মাঝ রাস্তায় আটক করে। চালক পলাতক। মৃত ব্যক্তির বাড়ি হরিহরপাড়ার ডুবোপাড়ায়। পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করে।

অন্যদিকে একই থানায় প্রতাপপুর গ্রামে টাকা আত্মসাতের দায়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। প্রতাপপুর পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার। বুধবার সকালেই সে অফিসে ভেদে অফিসের মধ্যেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। জানা গিয়েছে গ্রামের অনেকেই পোস্ট অফিসে টাকা জমা দেওয়ার জন্য মৃত পোস্ট মাস্টারকে টাকা দিয়েছিল। সেই টাকা গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে জমা না দিয়ে নিজেই আত্মসাৎ করে। পুলিশ জানিয়েছিল মৃত ব্যক্তির নাম তপু কেওয়ারী (৫২) মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করে।

নওদা থানায় মধুপুরে তৃণমূল গোষ্ঠী কৌশলের জেরে এক তৃণমূল কর্মী মঙ্গলা মণ্ডল (৫০)কে বেধড়ক পিটুনি দিয়ে তার হাত ভেঙে দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাত্রিতে। এই ঘটনায় ৪ জনের নামে নওদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে। বেশ কিছু দিন আগে ওই গ্রামেই তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠীর ঝামেলাকে কেন্দ্র করে বোম বাঁধাতে গিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর ঝামেলার রেশ কাটতে না কাটতে আবারও তৃণমূল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মধুপুর ডামাপাড়া।

<div>বিপিবিইএ-র</div> <div>৩০ তম রাজ্য সম্মেলন</div> <div>২৪-২৬ মার্চ, ২০২৩</div> <div>প্রভাত কর নগর, তারকেশ্বর চক্রবর্তী মঞ্চ</div> <div>মহাজাতি সদন, কলকাতা</div> <div>প্রকাশ্য সম্মেলন : ২৪ মার্চ ২০২৩, সন্ধে ৬টায়</div> <div>উদ্বোধক</div> <div>কমরেড সি এইচ ভেঙ্কটচলম</div> <div>সাধারণ সম্পাদক, এআইবিইএ</div> <div>প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু ২৫ মার্চ, সকাল ৯টায়</div> <div>উদ্বোধক</div> <div>কমরেড বিনয় বিশ্বম,</div> <div>সিপিআই সাংসদ, রাজ্যসভা</div> <div>সম্মেলন চলবে ২৬ মার্চ পর্যন্ত</div> <div>মহামিছিল ২৪ মার্চ, ২০২৩ বিকেল ৫টায়</div> <div>বিবাদী বাগ থেকে মহাজাতি সদন</div>

<div>ম্যাক্সিম গোর্কির প্রতি শ্রদ্ধায়</div> <div>প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা</div> <div>২৭- ৩১ মার্চ</div> <div>গোর্কি সদন</div> <div> <div><div>📅২৭ মার্চ : বিশিষ্টজনেদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন</div></div> <div><div>📅২৮ মার্চ : সকাল সাড়ে ৯টা থেকে রাশিয়ান ভাষার পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং</div><div>📅বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিশিষ্টজনেদের মনোজ্ঞ আলোচনা</div></div> <div><div>📅২৯ – ৩১ মার্চ : প্রতিদিন বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে চলচ্চিত্র প্রদর্শন</div><div>📅আয়োজনে</div><div>📅আইজেনস্টাইন সিনে ক্লাব, নর্থ ক্যালকটাতা</div><div>📅ফিল্ম সোসাইটি এবং সিনে সেন্ট্রাল</div></div></div> <div>কলকাতা।</div>

ট্রাকের ধাক্কায় বিদ্যাসাগর সেতুতে গর্ত

স্টাফ রিপোর্টার : বুধবার সকালে লুট্রিকেটের ড্রাম বোঝাই ওই ট্রাকটি প্রবল গতিবেগে বিদ্যাসাগর সেতু পার করছিল। টোল প্রাজার প্রায় দুশো মিটার আগে ট্রাকটি কোনওক্রমে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ধাক্কা মারে রাস্তার মাঝে থাকা রেলিং ও লাইট পোস্টে। ট্রাকটির গতি এতটাই বেশি ছিল যে রেলিং ও বাতিস্তম্ভটিকে উপড়ে ১৫–২০ মিটার টেনে নিয়ে যায় সেটি। এর ফলে সেতুর দুদিকের লেনের মাঝখানে বিশাল গর্ত হয়ে যায়। গর্তের সামনে বুলতে থাকে ট্রাকের চাকা। বিদ্যাসাগর সেতু ট্রাফিক গার্ড এবং হেস্টিংস থানার পুলিশ রেকার দিয়ে টেনে ট্রাককে ফের হাওড়াগামী লেনে ফেরায়। পরে সেটিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার সময় গাড়ির গতি ঠিক কতটা ছিল, তা স্পিড মিটার মেপে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। দিনের ব্যস্ত সময়ে এই ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য সেতুর ওপর যান চলাচলের গতি কমে আসে। তৈরি হয় গাড়ির দীর্ঘ লাইন। তবে আধ ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

চাকরি দেওয়ার নামে

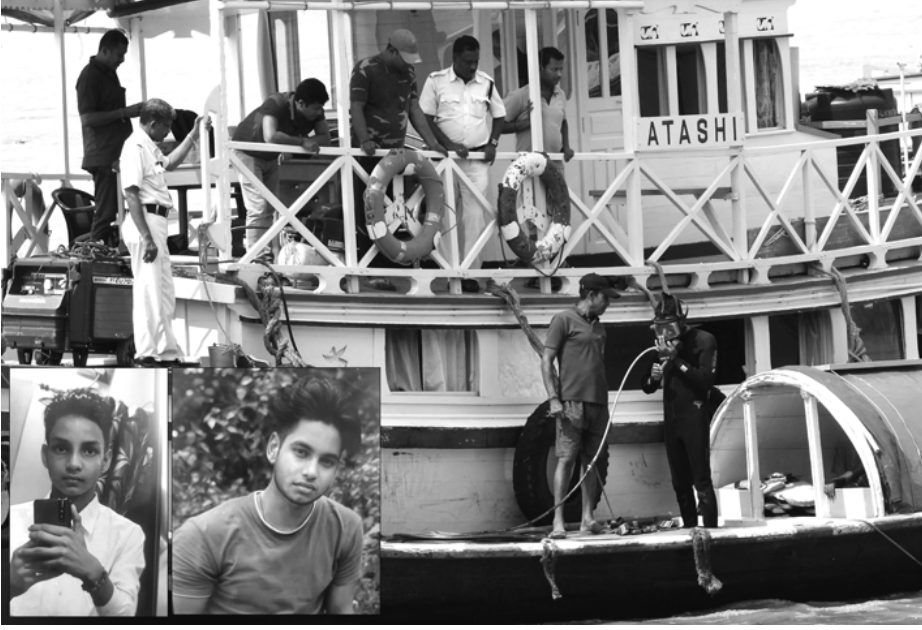
১ পৃষ্ঠার পর
কিন্তু তারপরও যখন চাকরি পাচ্ছিলেন না ওই মহিলা, তখন তিনি অভিযুক্তের কাছ থেকে টাকা ফেরত চান। তারপর থেকেই শুরু হয় র‍্যাকমেলিং। সেই গোপন মুহূর্তে ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকেন বলে অভিযোগ। প্রথমে বাগুইআটি থানার দ্বারস্থ হন মহিলা। কিন্তু বাগুইআটি থানার পুলিশ তাঁর অভিযোগ নেয়নি বলে মহিলার দাবি। পুলিশি নিক্কিয়তার অভিযোগ তুলে বুধবার আলিপুর আদালতের দ্বারস্থ হন ওই মহিলা। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। মহিলার মামলাটি গৃহীত হয়েছে। অভিযুক্তের সঙ্গে কোনো যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তিনি ফোন ধরেননি।

হাঁটো স্বাস্থ্যের সম্মানে, বাঁধো মানবতার বন্ধনের ভাবনায় স্টুডেন্ট হেলথ হোম ৭ এপ্রিল কলকাতা সহ রাজ্যে পদযাত্রা করবে

স্টাফ রিপোর্টার : জনস্বাস্থ্য আন্দোলন প্রসারিত করতে কম পয়সায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়তে স্টুডেন্ট হেলথ হোম ৭ এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসে কলকাতা সহ রাজ্যব্যাপী পদযাত্রা করবে। বুধবার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্টুডেন্ট হেলথ হোমের পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হল। এদিন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ডঃ পবিত্র গোস্বামী বলেন, এবারের পদযাত্রার ভাবনা হাঁটো স্বাস্থ্যের সম্মানে/বাঁধো মানবতার বন্ধনে। কলকাতায় এই পদযাত্রা শুরু হবে ৭ এপ্রিল সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে ধর্মতীর ওয়াই চ্যানেল থেকে।

পদযাত্রা লেনিন সরণি হয়ে মৌলালি মোড়ের কাছে স্টুডেন্ট হেলথ হোমের কেন্দ্রীয় অফিসে শেষ হবে। তারপর রামলীলা পার্কে একটি সংক্ষিপ্ত সভাও হবে। পদযাত্রায় সমাজে বিশিষ্টজন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সলিব্রেটররা সামিল হবেন। তিনি বলেন এখন শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা পরিষেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সংস্থা

পরিষেবা দিচ্ছে। অনেক কর্মসূচি নিয়েছে যাতে গ্রামীণ বাংলার দরিদ্র মানুষের মধ্যে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়। রাজ্যে ৩২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র একনিষ্ঠভাবে এই কাজ করে চলছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডঃ পবিত্র সরকার বলেন, ১৯৫২ সালে হোমের যাত্রা শুরু হয়েছিল ধর্মতলায় ডাঃ অমিয় বসুর চেষ্টারে। আমরা ছাত্রজীবনে মাত্র ২৫ পয়সায় সদস্য হই। তার সবধরনের চিকিৎসা পরিষেবা পাই। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জায়গা দিলে মৌলালিতে অফিস হয়েছে। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ নীহার মুন্সী, জ্যোতি বসু থেকে শুরু করে কে না ছিলেন এই হোমের সঙ্গে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপত ডাঃ গৌতম মুখোপাধ্যায়, বক্তব্য বলেন, ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য, সংস্থার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ঋষি আনন্দ রায়, কার্যনির্বাহী সভাপতিডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য ও অভিনেতা দেবশঙ্কর হালদার।



গঙ্গায় জাভেস ঘাটে মঙ্গলবার রাতে দুই ভাই সানি ও নীতীশের ডুবে যাওয়ার পর বুধবার ডুবুরি দিয়ে খোঁজার চেষ্টা হচ্ছে। (ইনসেটে দুই ভাই)

 ফটো : কালান্তর

আবার বিসি রায় হাসপাতালে ৬ শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : শিশুমৃত্যু কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না। অ্যাডিনোভাইরাস আতঙ্ক কপালে ভাঁজ পেলেছে। কারণ ক্রমশ বেড়ে চলেছে রাজ্যজুড়ে শিশুমৃত্যু। মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত ফুলবাগানের বিসি রায় শিশু হাসপাতালে স্বর, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া উপসর্গ নিয়ে ছয় শিশুর মৃত্যু হয়েছে। যা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে চিকিৎসকদের। বেসরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জানুয়ারি মাস থেকে মার্চ মাসের ১৪ তারিখ পর্যন্ত ১৪৯ শিশুর মৃত্যু হয়েছে গোটা বাংলায়। আর সকলেরই শ্বাসকষ্টের সমস্যায় মৃত্যু হয়েছে।

এবার মৃত্যু হয়েছে নদিয়া রানাঘাটের বাসিন্দা ৯ মাসের শিশুপুত্রের। পরিবারের দাবি, অ্যাডিনোভাইরাসে আক্রান্ত ছিল ওই শিশুটি। টানা পাঁচদিন ধরে আইসিইউ–তে চিকিৎসাধীন ছিল শিশুটি। ভোররাতে মৃত্যু হয়েছে

তার। হাসপাতাল জুড়ে শুধু কান্নার রোল। কোল খালি হওয়া মায়েরের কান্না, হাহাকার। অসহায় অবস্থায় ছুটে বেড়াচ্ছেন বাবারা। শিশুদের সংক্রমণ নিয়ে রোগের মোকাবিলায় রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই টাঙ্ক ফোর্স গঠন করেছে। অ্যাডিনোভাইরাস–সহ অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন (এআরআই) রোখে বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে উত্তর ২৪ পরগনার দন্তপুকুরের বাসিন্দা ২১ মাসের এক শিশুকন্যারও মৃত্যু হয়েছে। অ্যাডিনোভাইরাস উপসর্গ নিয়ে প্রথমে বারাসত হাসপাতাল এবং পরে সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয় তাকে। গত ১৫ মার্চ থেকে বিসি রায় হাসপাতালের আইসিইউ–তে চিকিৎসাধীন ছিল শিশুটি। এই পরিস্থিতিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রাথমিক সচেতনতার

দুর্নীতির অভিযোগ আসতেই চাকরির নয়। নিয়ম কলকাতা পুরসভায়

শিক্ষাক্ষেত্র থেকে পুরসভা নিয়োগে দুর্নীতির তদন্ত করছে ইডি–সিবিআই। ইতিমধ্যেই প্রোমোটার অয়ন শীল গ্রেফতার হয়েছেন। অভিযোগ, কলকাতা পুরসভার নিয়োগে তাঁর হাত ছিল। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্র থেকে পুরসভা নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে বলা হচ্ছে। আর তাতে অয়ন শীলের হাত রয়েছে বলে প্রমাণ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। তবে একাধিক মিডলম্যানও আছে বলে তথ্য উঠে এসেছে। অয়ন শীলের অফিসে ম্যারাথন তল্লাশি করার জেরে উদ্ধার হয়েছে পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত ৪০০ বেশি ওএমআর শিট। তাই রাজ্যের ৬০ পুরসভায় পাঁচ হাজার বেআইনি নিয়োগ হয়েছে বলে অভিযোগ।

কলকাতা পুরসভা নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে, জানভেনে কি পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম? অয়ন শীল সম্পর্কে তাঁর কী মত? বুধবার রাজ্যের পুরমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, এবার থেকে পুরসভাগুলিতে গ্রুপ–ডি নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু হবে। ৭০ ওয়ার্ড ভবানীপুরে যান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সেখানে নিকাশি ব্যবস্থা এবং নাগরিকরা আবেদন। ঠিকভাবে ফেলছেন কিনা সেটা খতিয়ে দেখেন। তখনই তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। অয়ন শীলের কীর্তি সামনে এসেছে। তাই পুরসভা আলাদা করে আর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উত্তর দেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, তদন্ত হচ্ছে। আমরা দক্ষতরকেই দেখতে বলেছি, কী কী তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, সবটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমাদের কাছে যা যা কাগজপত্র আছে রেডি করে রাখতে বলেছি। আদালত তো আমাদের এখনও কিছু নির্দেশ দেয়নি। তাই আগ বাড়িয়ে কিছু করব না। সত্যি কোথাও দুর্নীতি হয়েছে কিনা, তা বিচার্য।

অয়ন শীলের সূত্র ধরেই রাজ্যের একাধিক পুরসভায় নিয়োগে দুর্নীতির তথ্য ইডির হাতে উঠে এসেছে। এই বিষয়ে পুরসভার চাকজটি করতে বলা হয়েছে। একই কাজ আশা কর্মীদেরও করতে বলা হয়েছে। প্রোটোকল মেনে চিকিৎসায়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নজরদারির পরামর্শ দিয়েছে এই টাঙ্ক ফোর্স। অন্যদিকে একই উপসর্গে মৃত্যু হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁর বাসিন্দা ১১ মাসের শিশু পুত্রের। স্বর, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া নিয়ে ভর্তি ছিল ১১ মাসের ওই শিশু। এখানে বনগাঁ চাঁদপাড়ার বাসিন্দা সাড়ে চার মাসের শিশুকন্যারও মৃত্যু হয়েছে। তারও স্বর, শ্বাসকষ্ট ছিল। আবার সন্দেশখালির বাসিন্দা দেড় বছরের শিশুপুত্রকে বিসি রায় হাসপাতালের আইসিইউ–তে ভর্তি করা হয়। তাকেও বাঁচানো যায়নি। আর বড় জাগুলিয়ার বাসিন্দা তিন বছরের শিশুপুত্রকেও বাঁচানো গেল না। অ্যাডিনোভাইরাসে আক্রান্ত ছিল শিশুটি বলে দাবি পরিবারের।

চাকরি এবার নতুন নিয়মে পেতে হবে বলে জানান মেয়র। তিনি বলেন, গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগ হবে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে।

একটি কমিটি গড়ে জেলাশাসক এই নিয়োগ প্রক্রিয়া মনিটরিং করবেন। অন্যান্য নিয়োগ মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে হবে। ইডি অফিসাররা জানতে পেরেছেন–উত্তর দমদম, দক্ষিণ দমদম থেকে শুরু করে বরাহনগর, কামারহাটি, পানিহাটি, হালিশহর এবং ডায়মন্ডহারবার পৌরসভায় টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি করা হয়েছিল।

কাউন্সেলিং–এ স্থগিতাদেশে চাকরিচ্যুতদের দাবি খারিজ কোর্টে

১ পৃষ্ঠার পর
হবে। এসএসসি–র আইনজীবী বলেন, ওএমআর শিট বিকৃত নয় নিশ্চিত হয়েছে সুপারিশপত্র বাতিল করা হয়েছে। এদিন মামলাকারীদের আইনজীবী বলেন, এসএসসি, মধ্যািক্ষ্মা পর্ষদ ও জেলা স্কুল পরিদর্শকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোকা। অনুমোদন নিয়ে চাকরিতে যোগদান করেও কেন বরখাস্ত হতে হল? এমনকী নিয়োগ প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকা সংস্থা এনওয়াইএসএ–র ভূমিকাও খতিয়ে দেখার দাবি জানান তিনি। আদালতের নির্দেশের ফলে বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হতে পারে গ্রুপ সির কাউন্সেলিং। যার ফলে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হতে চলছে।

পার্থর কাছে ১১ জনের চাকরি চেয়ে চিঠি ভাইরাল

স্টাফ রিপোর্টার : নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। তারই মধ্যে বর্ধমান উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক নিশীথকুমার মালিকের একটি চিঠিকে নিয়ে নতুন করে বিতর্ক ছড়ালো। চিঠিটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই চিঠি সত্যতা যাচাই করে দেখেনি কালান্তর। ভাইরাল হাওয়া চিঠিটি লেখা হয়েছে বিধায়কের প্যাডে। তাতে স্ট্যাম্প ও সেই রয়েছে

হয়েছিল ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে। তাতে ১১ জন চাকরি প্রার্থীর নাম উল্লেখ ছিল। সেই নামের সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের রোল নম্বর ও দুজনে নামের পাশে অ্যাপ্লিকেশন আইডি উল্লেখ ছিল। ওই চাকরিপ্রার্থীরা প্রশিক্ষিত না অপ্রশিক্ষিত তা উল্লেখ ছিল। এই চিঠি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিরোধীরা সরব হয়েছে। তবে বর্ধমান উত্তরের বিধায়কের দাবি, চিঠি দিয়ে কারও নাম পাঠানোর মানেই তো আর চাকরি হয়ে গেল তেমনটা নয়। একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চাকরি হয়। সেটা সংশ্লিষ্ট দফতর ঠিক করে।

এই চিঠিরও তদন্ত দাবি করেছেন জেলা বাম নেতৃত্ব। ওই চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা চাওয়া হয়েছিল। বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিক এই ধরনের কোনও চিঠির কথা মনে করতে পারেননি। তিনি বলেন, আমাদের কাছে অনেক মানুষ নানা দাবি নিয়ে আসেন। আমরা সেই দাবি চিঠি লিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিঁ। প্রায় আড়াই আগের ওই চিঠি। কী লেখা হয়েছিল আমার মনে নেই। চিঠি যে আমি লিখেছিলাম তার নিশ্চয়তা কী? প্রসঙ্গত, ওই চিঠিটি দেওয়া অবশ্যই পদক্ষেপ করবে।

লাথি মেরে গর্ভস্থ শিশু হত্যাকারীর জামিনে বিস্মিত সবাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : হাত জোড় করে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিলেন মহিলা। তখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা। বাড়ির ভিতর হঠাৎ ঢুকে পড়া দুষ্কৃতীরা বাড়ির মালকিনের স্ত্রীলতাহানি করতে শুরু করে। চোখের জলে কানুতি মিনতি করতে থাকেন মহিলা। শুধু আর্জি জানান, তাঁকে রেহাই দেওয়ার। তাঁর গর্ভে লালিত সন্তানের দিকে চেয়ে যেন তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়। কিন্তু দুষ্কৃতীরা কোনও কথা শোেনেনি। সজোরে অন্তঃসত্ত্বার পেটে লাথি মারে তারা। মারা যায় গর্ভস্থ সন্তান। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার পর কেটেছে ২ বছর। শেষে জামিনে মুক্তি পেল অভিযুক্তরা।

এই ঘটনা পূর্ব বর্ধমানের রায়নারা। অভিযোগ, সেখানে এক মহিলার পেটে লাথি মেরে তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগে, এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। অভিযুক্তের নাম শেখ সনু ওরফে তাফিজুল ইসলাম। মঙ্গলবার সকালেই তাফিজুলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বাড়ি থেকেই তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গ্রেফতার করে পুলিশ। মাধবডিহি থানার কামারহাটির এই বাসিন্দার বিরুদ্ধে ২০২০ সালের ১৭ এপ্রিল রাতে এক গর্ভবতী মহিলার পেটে লাথি মেরে তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করার অভিযোগ ছিল।

ঘটনা ঘিরে নিজেই পুলিশের দ্বারস্থ হন এই মহিলা। তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ২০২০ সালের ৬ জুলাই পুলিশ ৬ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে আদালতে। তবে অভিযুক্তদের কাউকে পাওয়া যায়নি বলে জানা যায়। সকলেই পলাতক বলে জানা যায়। এদিকে, এরপরই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার আবেদন জানান তদন্তকারী অফিসার। সেই আবেদন মঞ্জুর করে আদালত। গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করার পর প্রায় ২ বছর কেটে গিয়েছে। এরপর মঙ্গলবার সোনুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপরই তাকে আদালতে তোলা হয়। গর্ভবতী মহিলাকে তাঁর ৮ মাসের অন্ত ঃ সত্ত্বা থাকাকালীন অবস্থায় পেটে লাথি মারায় অভিযুক্ত তাফিজুল ইসলামকে কোর্ট জামিন দিয়ে দেয়।

ন্যাকের মূল্যায়নে বেহালা কনেজ পেল এ ডবল প্লাস

স্টাফ রিপোর্টার : উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন সাফল্য রাজ্যের। ন্যাকের মূল্যায়নে এ ডবল প্লাস পেল বেহালা কলেজ। এ আগেও রাজ্যের ৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ ডবল প্লাস পেয়েছিল। এবার বেহালা কলেজের স্কোর হল ৪ এর মধ্যে ৩.৫৮। বেহালা কলেজের পাশাপাশি এবার ন্যাকের মূল্যায়নে এ প্লাস পেয়েছে বেথুন কলেজ। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে যখন রাজ্য তোলপাড় করছে বিরোধীরা সেই সময় কেন্দ্রের এই স্বীকৃতি রাজ্যের শিক্ষা মানচিত্রকে অনেকটাই উজ্জ্বল করল বেহালা ও বেথুন কলেজ। এর আগেও বেহালা কলেজে ন্যাকের গ্রেড পেয়েছে। তবে এবারই প্রথম এ ডাবল প্লাস স্বীকৃতি। ২০০৫ সালে বি প্লাস ও ২০১৫ সালে এ গ্রেড পেয়েছিল বেহালা কলেজ।

উল্লেখ্য, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালগুলির মূল্যায়ন করে ইউজিসি–র ন্যাক। একাধিক মাপকাঠিতে ওইসব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বিভিন্ন গ্রেড দেওয়া হয়। কলেজ থেকে দেওয়া তথ্যের উপরে ভিত্তি করে সত্তর শতাংশ মূল্যায়ন এবং বাকী অংশ থাকে শিক্ষাক্ষেত্রে পড়ুয়াদের কতটা সাত্রিক উন্নতি হয়েছে তার উপরে। এছাড়াও শিক্ষাদান, গবেষণা পরিকাঠামোর উপরেও কিছু নম্বর থাকে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত ৫টি কলেজ ন্যাকের এ ডবল প্লাস পেল। এগুলি হল রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড় বিদ্যামন্দির, মেদিনীপুর কলেজ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ

কালান্তর

সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৬৩ সংখ্যা □ ৮ টেক্স ১৪২৯ □ বৃহস্পতিবার

কুর্নিশ প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়

বেনজির ভাবে আইন মন্ত্রী কিরণ রিজ্জু অবসর নেওয়া বিচারপতিদের একাংশকে ভারত বিরোধী গ্যাং বলে মন্তব্য করলেন। তাঁরা নাকি বিচার বিভাগকে অর্থাৎ বিচারপতিদের মোদি সরকার বিরোধী অবস্থান নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন! মুশকিল হল যে শক্তির ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনো ভূমিকাই নেই, বরং ব্রিটিশের তাঁবেদারি করেছে, জাতির জনককে হত্যা করেছে, এই ভারতই যারা চায়নি, তারা ঠিক করে দিচ্ছে কে ভারতপন্থী আর ভারতবিরোধী! এসব কথা বহু আলোচিত হয়েছে আরও হবে এবং সকলেই জানেন। কিন্তু, প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য চলতি সময়ে একটি বিশেষ কারণে।

মোদির নির্দেশে আইনমন্ত্রী রিজ্জু বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মরত সিনিয়র বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত কোলেজিয়াম প্রথা তুলে দিয়ে সরকার দ্বারা সরাসরি নিয়োগ করতে চাইছেন। যাতে বিচারপতিরা সবাই আরএসএস এবং মোদির অন্ধ ভক্ত হিসেবে পরিচালিত হতে পারেন এবং তাঁরা আদালতে প্রতিটি মামলায় বিজেপি দল এবং সরকারের পক্ষেই সব সময় রায় দেন। সাধারণ মানুষ এবং বিরোধীদের আবেদন ডাস্টবিনে স্থান পায়। ইতিহাস বলছে, এটাই ফ্যাসিস্ট শক্তি সব সময় সব দেশে করে থাকে। মন্ত্রিসভায় মোদির অন্যতম স্নেহধন্য রিজ্জু তাই বুঝতে অসুবিধা না হওয়ার কারণ নেই যে তাঁর কথাগুলি আসলে মোদির আর অমিত শাহের কথা।

সম্প্রতি দিল্লিতে এক আলোচনা সভায় প্রাক্তন বিচারপতিরা মোদি সরকারের এই ধরনের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। পাল্টা হিসেবে আইনমন্ত্রী এবার তাঁদের ভারত বিরোধী গ্যাং-এর সঙ্গে তুলনা করলেন। উল্লেখ্য এই নামে তাঁরা যে কোনো মোদি বিরোধীকেই দাগিয়ে দেন। এমনকি গুজরাট ভূয়ো এনকাউন্টারের সঙ্গে অভিযুক্ত তৎকালীন সেরাজোর এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ’র নাম ওঠায় সেই মামলার শুনানির আগেই তার বিচারপতি লয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। তারা যে স্বাধীনচেতা বিচারপতিদের ‘ভারতবিরোধী ’ বলবেন এ আর বেশিকথা কি!

কিন্তু, বর্তমান প্রধান বিচারপতি দি ওয়াই চন্দ্রচূড়। বারেবারে বিচারব্যবস্থার স্বশাসনের কথা বলে চলেছেন। সরকার বা কোনোৱকম বহিরাগত চাপ বা প্রভাবে প্রভাবিত না হবার ওপর জোর দিচ্ছেন। এমনকি, বর্তমান ব্যবস্থায় অনেক ক্রটি থাকলেও যা আছে তারমধ্যে কলেজিয়াম সিস্টেম যে নিরপেক্ষতার সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা তা বলে দিয়েছেন। তাতেও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরণ রিজ্জু ও কেন্দ্রীয় সরকার কলেজিয়াম প্রস্তাবিত বিচারপতিদের এই পর্যায়ে নিয়োগের কাছে নতিস্বীকার করেও তাকে বিয়োদ্যার করেছেন। তারপরই সম্প্রতি একটি ইংরেজি সংবাদপত্রের কনক্রেড বক্তব্য রাখার সময় প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় সাফ বলে দিয়েছেন যে আইনমন্ত্রীর সঙ্গে মুখে মুখ লাগানোর কোনো রুচি তাঁর নেই। বিচার ব্যবস্থাকে হাইজ্যাক করার বিজেপি-আরএসএসের পরিকল্পনার এরচেয়ে ভালো মুখের মতো জবাব আর কিছু হতে পারে না। তাঁর এই হিম্মত ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার স্বশাসনকে, তার মর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে রক্ষা করার লড়াইকে শক্তিশালী করুক। কুর্নিশ বিচারপতি চন্দ্রচূড়।

মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে

সুশীল ঘোষ

বাংলার বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায় ১৯০২

সালে বরোদা থেকে

কলকাতায় এসে একটা বিপ্লবী

কেন্দ্র গড়ে তোলেন। পরে

তিনি সম্যাস গ্রহণ করে

‘নিরালম্ব স্বামী’ নামে পরিচিত

হন। সম্যাস গ্রহণের পরেও

বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর

যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৯০৬ সালে তিনি পাঞ্জাবে

যান। ভগৎ সিং-এর পিতা

সর্দার কিষণ সিং, দুই পিতৃব্য

সর্দার অজিত সিং ও সর্দার

স্বরণ সিংকে বিপ্লবের পথে

আকৃষ্ট করেন। ১৯০৭ সালে

তাঁরা পাঞ্জাব আর উত্তর

প্রদেশের বিপ্লবীদের নিয়ে

‘আঞ্জুমান-এ-মুহিব্বান-

ওয়াতন’ নামে একটি বিপ্লবী

সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

এমন একটা বিপ্লবী

পরিবারে পাঞ্জাবের লায়লাপুর

জেলার বঁগা গ্রামে (বর্তমানে

পাকিস্তানে) ১৯০৭ সালের ৬

অক্টোবর ভগৎ সিং-এর জন্ম।

ছাত্র বয়স থেকেই ভগৎ

সিং-এর পড়াশোনায় বিশেষ

অনুরাগ ছিল। বেশির ভাগ

সময় কাটতো বই পড়ে।

ভিক্টর হুগো, হলোকেন, দখল

তলস্তয়, গোর্কি, বার্নার্ডশ

প্রভৃতি ছিল তাঁর প্রিয় লেখক।

আর তাঁর পড়তে ভাল

লাগতো কুকা বিদ্রোহ, গদর

পার্টির ইতিহাস এবং কর্তার

সিং, সুফী অম্মা প্রসাদ প্রমুখের

জীবন কথা।

ভগত সিং বলতেন,

ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই

আমাদের প্রথম ধাপ মাত্র।

শেষ লড়াই হবে সমস্ত রকম



শোষণের বিরুদ্ধে।

ভগৎ সিং শুধুমাত্র

একজন খাঁটি বিপ্লবীই ছিলেন

না একই সাথে ছিলেন

লালা লাজপৎ রাই। এই

দিল্লির সেন্স জজের আদালতে যে

ঐতিহাসিক বিবৃতি দেন তাতে বলা হয় :

শ্রমিক শ্রেণিই বর্তমান সমাজের প্রধান

পরিপোষক। তাঁদের আদর্শ মানবিক গুণাবলি

সমৃদ্ধ নতুন মানব সমাজ গড়ে তোলা। এই

আদর্শ মেনে চলার জন্য আমাদের যে শান্তিই

দেওয়া. হোক না কেন আমরা তা সানন্দ

চিত্ত গ্রহণ করব। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

একজন দক্ষ সংগঠক, ভালো

প্রচারক এবং লেখালেখিতে

ছিল সমান অধিকার। দখল

ছিল হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি

ভাষার উপর সমানভাবে।

কমরেড সোহন সিংজোশ-

এর কীর্তি পত্রিকায় তিনি

নিয়মিত ভাবে নানা বিষয়ে

লিখতেন।

১৯২৮ সালের ৬

ফেব্রুয়ারি সাইমন বোম্বাই-এ

পট্টোলে সারা দেশে হরতাল

পালন করা হয়। আওয়াজ

ওঠে ‘সাইমন কমিশন গো

ব্যাক’। লাহোরের রাজপথে

পুলিসের লাঠির আঘাতে

আহত হলেন পাঞ্জাব কেশরী

লালা লাজপৎ রাই। এই

নিক্ষেপ করে। পালাবার চেষ্টা

না করে তাঁরা গ্রেপ্তার বরণ

করেন। দিল্লির সেন্স জজের

আদালতে যে ঐতিহাসিক

বিবৃতি দেন তাতে বলা হয় :

শ্রমিক শ্রেণিই বর্তমান

সমাজের প্রধান পরিপোষক।

তাঁদের আদর্শ মানবিক

গুণাবলি সমৃদ্ধ নতুন মানব

সমাজ গড়ে তোলা। এই

আদর্শ মেনে চলার জন্য

আমাদের যে শান্তিই দেওয়া

হোক না কেন আমরা তা

সানন্দ চিত্ত গ্রহণ করব।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

ঘটনায় ১৯২৮ সালের ১৯

নভেম্বর প্রবীণ নেতার

জীবনাবসান হয়। এর

প্রতিবাদে ভগৎ সিং, রাজগুরু

ও শুকদেব অত্যাচারী পুলিস

অফিসার স্যান্ডার্সকে প্রকাশ্য

দিবালাকে লাহোরের

রাজপথে হত্যা করেন। ১৯২৯

সালের ৮ এপ্রিল দিল্লিতে

কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে শ্রমিক

স্বার্থ বিরোধী একটি বিলের

প্রতিবাদে ভগৎ সিং ও

ভারতীয় বিপ্লবী হাসিমুখে

বটুকেশ্বর দত্ত পরিষদ কক্ষে

পর পর কয়েকটি বোমা

সূর্য সেনের বিপ্লবী জীবন ও জালালাবাদ যুদ্ধ

ভাষ্যকার



চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত ছিল চারদিন।

কিন্তু এরমধ্যে বিপ্লবীদের খাদ্যসংকট দেখা দিল এবং সূর্য সেন সহ

অন্যদের কচি আম, তেঁতুল পাতা, কাঁচা তরমুজ এবং তরমুজের

খোসা খেয়ে কাটাতে হয়। সূর্য সেন সহ ছয়জন শীর্ষস্থানীয়

বিপ্লবীকে ধরার জন্য ইংরেজ সরকার ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা

করে। ১৯৩০ সালের ২২ এপ্রিল বিপ্লবীরা যখন জালালাবাদ

পাহাড়ে (চট্টগ্রাম সেনানিবাসের পাহাড়) অবস্থান করছিল সে

সময় সমস্ত ইংরেজ সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করে। দুই ঘণ্টার

প্রচণ্ড যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর ৭০ থেকে ১০০ জন এবং বিপ্লবী

বাহিনীর ১২ জন শহিদ হন। এঁরা হচ্ছেন, নরেশ রায়, ত্রিপুরা

সেনগুপ্ত, বিশ্বভূষণ ভট্টাচার্য, হরিগোপাল বল, মতিলাল

কানুনগো, প্রভাসচন্দ্র বল, শশাঙ্কশেখর দত্ত, নির্মল লাল,

জিতেন দাশগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, পুলিনচন্দ্র ঘোষ, এবং অর্ধেন্দ্র

দত্তিদার। জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে অংশ নিয়ে পলায়ন করতে

সক্ষম হলেও পরবর্তীকালে পুলিসের আক্রমণে দুজন শহিদ হন,

এঁরা হচ্ছেন অপরূপ সেন এবং জীবন ঘোষাল।

শেষ দিনগুলো এবং ফাঁসির বিবরণ

কনডেমড সেলে সূর্য সেনকে কড়া পাহারায় নির্জন কুঠুরীতে রাখা

হত। একজন কয়েদি মেথর সূর্য সেনের লেখা চিঠি ময়লার

টুকরিতে নিয়ে জেলের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বন্দি বিপ্লবীদের দিয়ে

আসতো। মৃত্যুর আগে জেলে আটক বিপ্লবী কালীকিষ্কর দে’র

কাছে সূর্য সেন পেলিলে লেখা একটি বার্তা পাঠান। সে বার্তায়,

তিনি লেখেন আমার শেষ বাণী-আদর্শ ও একতা। তিনি স্মরণ

করেন তার স্বপ্নের কথা--স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন যার জন্য জীবনভর

উৎসাহ ভরে ও অক্লান্তভাবে পাগলের মতো তিনি ছুটেছেন। তার

ভাষায় ভারতের স্বাধীনতার বেদিমূলে যে সব দেশপ্রেমিক জীবন

উৎসর্গ করেছেন, তাদের নাম রক্তাক্ষরে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে

লিখে রেখো। তিনি সংগঠনে বিভেদ না আসার জন্য একান্তভাবে

আবেদন করেন। শেষ দিনগুলোতে জেলে থাকার সময়, তার

একদিন গান শোনার খুব ইচ্ছা হল। সেই সময় জেলের অন্য এক

সেলে ছিলেন বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী। রাত ১১টা-১২টার

দিকে কল্পনা দত্ত তাকে চিংকার করে বলেন এই বিনোদ, এই

বিনোদ, দরজার কাছে আয়। মাস্টারদা গান শুনতে চেয়েছেন।

বিনোদবিহারী গান জানতেন না। তবুও সূর্য সেনের জন্য

রবিঠাকুরের যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা

চলো রে গানটা গেয়ে শোনালেন। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি

মধ্যরাতে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দত্তিদারের ফাঁসি কার্যকর হবার

কথা উল্লেখ করা হয়। সূর্য সেন এবং তারকেশ্বর দত্তিদারকে ব্রিটিশ

সেনারা নির্মম ভাবে অত্যাচার করে। ব্রিটিশরা হাতুড়ি দিয়ে তার

দাঁত ভেঙ্গে দেয় এবং তার হাড়ও ভেঙ্গে দেয়। হাতুড়ি দিয়ে নির্মম

ভাবে পিটিয়ে অত্যাচার করা হয়। এরপর তিনি অজ্ঞান হয়ে যান।

নিষ্ঠুরভাবে তাদের অর্ধমৃতদেহ দুটি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দত্তিদারের লাশ আত্মীয়দের হাতে হস্তান্তর

করা হয়নি এবং হিন্দু সংস্কার অনুযায়ী পোড়ানো হয়নি। ফাঁসির

পর লাশ দুটো জেলখানা থেকে ট্রাকে করে ৪ নম্বর স্টিমার ঘাটে

নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর মৃতদেহ দুটোকে ব্রিটিশ ক্রুজার The

Renown -এ তুলে নিয়ে বুক লোহার টুকরা বেঁধে বঙ্গোপসাগর

আর ভারত মহাসাগরের সংলগ্ন একটা জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ভাষ্যকার

ভগৎ সিং (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৭-২৩ মার্চ ১৯৩১) ছিলেন

ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের

একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিযুগের শহিদ বিপ্লবী। দেশের স্বাধীনতা

সংগ্রামে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রভাবশালী বিপ্লবী।

ভগৎ সিংহের জন্ম ১৯০৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবের

লায়ালপুর জেলার বান্দার নিকটস্থ খাতকর কালান গ্রামের এক সাদু

জাট পরিবারে। তার পিতার নাম সর্দার কিসান সিংহ সাদু ও মায়ের

নাম বিদ্যাবতী। ভগতের নামের অর্থ ভক্ত। তিনি যে পরিবারে

জন্মগ্রহণ করেন সেটি ছিল এক দেশপ্রেমিক শিখ পরিবার। এই

পরিবারের কোনো কোনো সদস্য ভারতের বিভিন্ন স্বাধীনতা

আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার পরিবার পূর্ব থেকেই ব্রিটিশ

বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। অতীতে এই

পরিবারের কোনো কোনো সদস্য আবার মহারাজা রঞ্জিত সিংহের

সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। ভগতের ঠাকুরদাদা অর্জুন সিংহ

ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতীর হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন

আর্যসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভগতের উপরেও এই সংগঠনের

গভীর প্রভাব লক্ষিত হত। ভগতের বাবা ও দুই কাকা অজিত সিংহ

ও স্বরণ সিংহ কর্তার সিং সরভ গ্রেওয়াল ও হরদয়াল নেতৃত্বাধীন

গদর পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অজিত সিংহের নামে একটি মামলা

ভগতের বয়সী ছেলেরা সাধারণত

লাহোরের খালসা হাইস্কুলে পড়াশোনা

করতেন। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতি

এই স্কুলের আনুগত্যের কারণে তার

ঠাকুরদাদা তাকে এখানে পাঠাননি।

পরিবর্তে ভগতের বাবা তাকে আর্যসমাজি

বিদ্যালয় দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক স্কুলে

ভর্তি করেন। মাত্র তেরো বছর বয়সে

ভগৎ মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ

আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময় তিনি

প্রকাশ্যে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরোধিতা

করেন এবং তার সরকারি স্কুলবই ও

বিলিতি স্কুল ইউনিফর্ম পুড়িয়ে ফেলেন।

দায়ের করা হলে তিনি পারস্যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। অন্যদিকে

১৯২৫ সালের কাকোরি ট্রেন ডাকাতির ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায়

১৯২৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর স্বরণ সিংহের ফাঁসি হয়।

ভগতের বয়সী ছেলেরা সাধারণত লাহোরের খালসা হাইস্কুলে

পড়াশোনা করতেন। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ

সুপ্রিম কোর্টের কড়া পর্যবেক্ষণ ছেলেরাই বাবা-মাকে দেখে এই ধরনের মন্তব্য পিতৃতান্ত্রিক

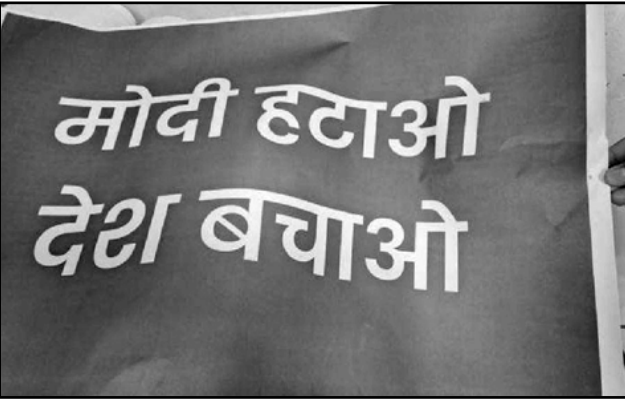
নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ : কোনও মামলার বিচারে কোনওরকম পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য করা থেকে যেন দেশের সমস্ত আদালতকে বিরত থাকার পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট। দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি হিমা কোহলি ও বিচারপতি পিএস নরসিংহর একটি বৈধ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাত বছরের একটি ছেলেকে অপহরণ করে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তের মৃত্যদণ্ড ঘোষণা হলে, সেই সাজার পুনর্বিবেচনার আবেদনের মামলায় এই মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্টের এই বৈধ। ওই ব্যক্তির মৃত্যদণ্ড পুনর্বিবেচনার ওই আবেদন ইতিমধ্যেই খারিজ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তা খারিজ করে আদালতের তরফে জানানো যবেছে, বাচ্চা ছেলেটিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খুন করার ঘটনায় তার মা-বাবা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। মা-বাবার এই একমাত্র সন্তান হারানোর বেদনার সঙ্গে

এই উদ্বেগও মিশে রয়েছে, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী হবে, বৃদ্ধ বয়সে কে তাঁদের দেখবে, কে-ই বা তাঁদের পরিবারকে দেখবে। এটা শুধু একটা নৃশংস খুন নয়, এটা গোটা পরিস্থিতিকেই চরম সমস্যায় ফেলে দেওয়া। আদালতের এই মন্তব্য নিয়েই নতুন করে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে থাকা সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ বৈধ। ডিওয়াই চন্দ্রচূড় নিজে সেই রায়ে লিখেছেন, এইরকম ভয়ংকর খুনের মামলায় আদালতের এটা মোটেই বিচার করার কথা নয়, যে খুন হওয়া শিশুটি কন্যাসন্তান নাকি পুত্রসন্তান। নিহত শিশুর লিঙ্গ যাই হোক না কেন, ঘটনাটি সমান দুর্ভাগ্যজনক। কেবল পুত্রসন্তান হওয়ার কারণে সে ভবিষ্যতে মা-বাবার দায়িত্ব নিত, এমন ভাবনাকে প্রশয় দেওয়া উচিত নয় আদালতের। এই ধরনের মন্তব্য পিতৃতন্ত্রের ধারক-

বাহক, কোনও আদালতেরই এই ধরনের কথা বলা উচিত নয়। আদালতের পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য করা-না-করা নিয়ে আলোচনা এই প্রথম নয়। ২০২১ সালে অপর্ণা ভাট বনাম মধ্যপ্রদেশ সরকারের একটি বিশেষ মামলায় আদালতের রায়ের পরে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন অনেকে। সে সময়ে সুপ্রিম কোর্ট এই নিয়ে গাইডলাইন প্রকাশ করেছিল। ওই মামলায় দেখা গিয়েছিল, যৌন হেনস্থার মামলায় অভিযুক্ত যেন রাশি পরিয়ে দেয় অভিযোগকারিণীকে, এমনই শর্ত দিয়ে অভিযুক্ত যুবককে জামিন দিয়েছিল মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট। এর যুক্তি হিসেবে আদালত একাধিক পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য করেছিল, যেমন : (১) মহিলারা শারীরিক ভাবে দুর্বল হন এবং তাঁদের নিরাপত্তা প্রয়োজন। (২) মহিলারা যেহেতু নিজেরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তাই পুরুষরাই পরিবারের মাথা

হন এবং পারিপারিক সব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এমনটাই মেয়েদের মেনে নেওয়া উচিত। (৩) ভাল মহিলারা যৌনতার ব্যাপারে বিশ্বস্ত হন, তথা সতী হন। (৪) সব মহিলারই দায়িত্ব মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করা এবং বাচ্চাদের সব দায়িত্ব নেওয়া। (৫) মদ, সিগারেট খাওয়া মহিলারা পুরুষদের যৌনতার বার্তা দেন। (৬) কোনও মহিলার যৌন হেনস্থার অভিযোগে যদি শারীরিক ক্ষতির ভেমন চিহ্ন না মেলে, তাহলে এমনও হতে পারে, সেই মহিলার সম্মতিতেই যৌনতা হয়েছে।

এই মন্তব্যগুলির পরেই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে আইনের অঙ্গনেই। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, কোনও আদালতই যেন কোনও মামলায় এই ধরনের পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য না করে। ফের আরও একবার খুনের মামলার সাজা বহাল রাখতে গিয়ে এই ধরনের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।


 প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে অবমাননাকর পোস্টার দিল্লিতে। ফটো : সংগৃহীত।

 মোদি বিরোধী পোস্টার দিল্লির রাস্তা থেকে রাতারাতি সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। ফটো : পিটিআই

শ্রীনগরের আরেক বিশিষ্ট সাংবাদিক গ্রেপ্তার

রাহুল-আদানি বিতর্ক : সংসদ অধিবেশন মাঝপথে বন্ধ করার ভাবনা

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ : সংসদের চলতি বাজেট অধিবেশন আগামী ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত চলার কথা। কিন্তু ৩১ মার্চেই তা ইতি টেনে দেওয়া হতে পারে। বিজেপির একাধিক সূত্র থেকে এমন আভাস মিলেছে। বিরোধী দলগুলিও তেমন আশঙ্কা করছে। বিগত সপ্তাহের মতো গত দু’দিন সংসদের দুই কক্ষ তুমুল হটগোল চলে। তারই মধ্যে সরকার লোকসভায় দুটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে। বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচের জন্য সংসদের অনুমোদন নিতে এই বিল পাশ করানো বাধ্যতামূলক। সরকারের কাছে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় হল ফিন্যান্স বিল পাশ করানো। তারজন্য ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময় আছে। ফিন্যান্স বা অর্থ বিল পাশ না করলে ১ এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার একটি টাকাও খরচ করতে পারবে না। মনে করা হচ্ছে আজকালের মধ্যে ফিন্যান্স বিল ধ্বনি ভোটে পাশ করিয়ে নিয়ে সংসদের অধিবেশন আগাম বন্ধ করে দেওয়া হবে। কারণ, রাহুল গান্ধি এবং আদানি বিতর্ক নিয়ে শাসক দল বিজেপি ও সরকারের সঙ্গে বিরোধী দলগুলির কোনওরকম সমঝোতার রাস্তা খোলা যায়নি। বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র মঙ্গলবার রাহুলকে এ যুগের মিরজাফর বলে দেগে দিয়ে

বিরোধ আরও বাড়িয়ে তুলেছেন। বিজেপির দাবি, দেশে গণতন্ত্র নেই, লন্ডনে বলা এই কথার জন্য রাহুল গান্ধীকে সংসদে দাঁড়িয়েই ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যদিকে, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ১৮টি বিরোধী দলের দাবি, আদানি ইস্যুতে সরকারকে সংসদের যৌথ তদন্ত কমিটি গড়তে হবে। শাসকদলের অনেকের আশঙ্কা, জেপিসি হলে সরকারের সঙ্গে আদানিদের সম্পর্কের অনেক অজানা তথ্য সামনে চলে আসবে যা শুধু বিরোধীদের হাত শক্ত করবে তাই-ই নয়, দেশের বণিক মহলের সামনেও সরকারের অস্থিতি বাড়বে। সরকার কিছুতেই

এই দাবি তাই মানতে রাজি নয়। ওই দাবিতে মঙ্গলবার সংসদের করিডরে বিরোধীরা বিক্ষোভ মিছিল করে যার নজির কমই আছে। জেপিসি ছাড়া তারা পিছু হটবেন না, এই বার্তা দিতেই গতকাল করিডরে মিছিল করে বিরোধী দলগুলি। আলাদা মিছিল করে তৃণমূল। পাশাপাশি কংগ্রেসও সাফ জানিয়ে দিয়েছে, রাহুল গান্ধী ক্ষমা চাইবেন না। এখন দেখার সভায় তাঁকে বলতে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে স্পিকার ওম বিড়লাকে লেখা রাহুলের চিঠির বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয় কি না।

রামনবমীতে ডিজে বন্ধ করায় অনশন

বিধানসভায় হুড়াহুড়ি, তালিবানি শাসন বলল বিজেপি

ঝাড়খণ্ড, ২২ মার্চ : রামনবমীতে ডিজে বন্ধের নির্দেশে উত্তেজনা ঝাড়খণ্ড বিধানসভায়। বিরোধী শিবির অর্থা, বিজেপি বিধায়কদের দাবি, হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করছে ঝাড়খণ্ড সরকার। অন্য দিকে, সরকার পক্ষ জানাচ্ছে পূজো অবশ্যই হবে। কিন্তু শব্দদূষণ নৈব নৈব চ। যা নিয়ে ঝাড়খণ্ডে তালিবানি শাসন চলছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এক বিজেপি বিধায়ক। মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছিল। ওই সময় বিজেপি বিধায়ক মণীশ জয়সওয়াল দাবি করেন

হাজারিবাগে রামনবমীর মিছিলে ডিজে বাজানোর অনুমতি দেওয়া হোক। এই দাবি জানাতে গিয়ে ওই বিজেপি বিধায়ক এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান বলতে বলতে পরনের কুর্তা ছিঁড়ে ফেলেন। তাঁর প্রশ্ন, ঝাড়খণ্ডে কি তালিবান শাসন চলছে? মণীশ জানান, রামনবমীতে ডিজে বন্ধের নির্দেশ দেওয়ায় হাজারিবাগে পাঁচ জন ব্যক্তি আমরণ অনশনে বসেছেন। অনেকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করছে পুলিশ। কিন্তু রামনবমী উপলক্ষে যদি ডিজে বাজানো হয় তবে কী এমন ক্ষতি হবে? প্রশ্ন ওই বিধায়কের। এর পর ঝাড়খণ্ড সরকারের বিরুদ্ধে ১০৪ বছরের ঐতিহ্য ভাঙার অভিযোগ তোলেন তিনি। অন্য দিকে, সরকার পক্ষ জানাচ্ছে ডিজে বাজানোর অনুমতি দেওয়া হবে না। ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী মিথিলেশ ঠাকুরের অভিযোগ,

রামনবমীতে ডিজে বাজানোর দাবি নিয়ে যাঁরা অনশন করছেন তাঁরা প্রত্যেকে বিজেপি কর্মী। তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট ডেসিবেল মাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ডিজের অনুমতি দিলে তা ভাঙবে। আমরা সমস্ত ধর্ম এবং সম্প্রদায়কে সম্মান করি। আমরা রামের প্রকৃত ভক্ত। এই কথা কাটাকাটির মধ্যে বিধানসভার ওয়েলে নেনে কংগ্রেস বিধায়ক দীপিকা পাণ্ডে অভিযোগ করেন বিজেপি বিধায়কেরা তাঁকে নগরবধু বলে অপমান করেছেন। তাঁর কথায়, বিজেপি দেব-দেবীতে আস্থাশীল নয়। তারা চায় নগরবধু। ওরা হিন্দুও নয়। হিন্দুর নাম নিয়ে নাটক করে। এই ঝামেলার মধ্যেই রাজ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন নিয়ে দু’টি প্রাইভেট বিল পাশ হয়েছে ঝাড়খণ্ড বিধানসভায়।

কর্নাটকে বিজেপি ছাড়ার তৎপরতা

হরিয়ানার হিসারে গর্ভপাত করাতে গিয়ে মৃত্যু

বেআইনি সংস্থায় ভুল চিকিৎসার দাম দিলেন ১৯ বছরের কিশোরী

গুরুগ্রাম, ২২ মার্চ : এক বছর আগেই সাবালক হয়েছেন। এর মধ্যে গর্ভধারণ! ভুল যে হয়েছে, তা বুঝতে পেরেই সম্ভবত আড়ালে ভুল শোধরাতে চেয়েছিলেন ১৯ বছরের কিশোরী। কিন্তু সে কাজ করতে গিয়ে আরও বড় ভুলের শিকার হলেন তিনি। চিকিৎসার ভুলে মৃত্যু হল তাঁরা। ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার হিসারে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, সোমবার রাতে হিসারের আগ্রোহায় মহারাজা আগ্রাসেন মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় ওই কিশোরীরা। তার আগে একটি বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে গর্ভপাতের জন্য ভর্তি করানো হয়েছিল তাঁকে।

ইন্টারপোলের লাল তালিকা থেকে হীরে ব্যবসায়ীর নাম বাদ পড়তেই এই প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়েছে

মেহুল চোকসিকে কি এদেশে আর ফেরানো সম্ভব?

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ : পলাতক ধনকুবের মেহুল চোকসিকে দেশে ফেরানো আর সম্ভব নয়? ব্যাংকের টাকা হাতিয়ে বাকি জীবন নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেবেন তিনি? ইন্টারপোলের লাল তালিকা থেকে হীরে ব্যবসায়ীর নাম বাদ পড়তেই এই প্রশ্ন মাথাচারা দিয়েছে। এ বিষয়ে মুখ খোলেন সিবিআই-ইডি। তবে এ সংক্রান্ত এক চাঞ্চল্যাকর রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনল সংবাদ সংস্থা এএনআই। সংবাদ সংস্থাটির দাবি, ওয়াকিবহাল মহল জানিয়েছে, ইন্টারপোলের লাল তালিকা থেকে চোকসির নাম বাদ পড়ার কোনও প্রভাব পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের আর্থিক তহরুপের মামলায় পড়বে না। কারণ, এই মামলাটি ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি আরও জানানো হয়েছে যে ইন্টারপোলের লাল তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ যাওয়ার ফলে বিশ্বের যে কোনও দেশে যাতায়াত

তথা কর্ণাটকের বিধান পরিষদের সদস্য বাবুরাও চিঞ্চনসুর গত কাল বিধান পরিষদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তিনি কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছেন বলে কংগ্রেস সূত্রের খবর। এই বাবুরাও কংগ্রেস ছেড়েই বিজেপিতে যোগ চলেছে। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে গুলবর্গা কেন্দ্রে মল্লিকার্জুন খজোর হারের পিছনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সম্প্রতি বিধান পরিষদের আরও এক বিজেপি সদস্য পুন্ড্রা

কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। বাবুরাও কর্ণাটকের কল্যাণ অঞ্চলে কোলি সম্প্রদায়ের নেতা। তিনি কংগ্রেসে গেলে ওই অঞ্চলের ২০টি থেকে ৩০টি বিধানসভা আসনে বিজেপি ধাক্কা খেতে পারে।তবে এই নেতাদের দলে নেওয়া বা আসন্ন ভোটে প্রার্থী করা নিয়ে অবশ্য কংগ্রেসের অন্দরে মতভেদ রয়েছে। একাংশের মতে, বিজেপি ছেড়ে আসা নেতাদের বদলে কংগ্রেসের নেতাদেরই প্রার্থী করা উচিত।

অস্ত্রোপচার করানো হয়। কিন্তু তার পরও বাঁচানো যায়নি তাঁকে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, অস্ত্রোপচারের পরে ওই কিশোরী কিউনি কাজ করা বন্ধ করে দেয়। ধীরে ধীরে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই কাজ করা বন্ধ করে দিতে শুরু করে। ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল ১৯ বছরের ওই কিশোরীকে। সোমবার রাতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছে ওই কিশোরীর পরিবার। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তারা জানিয়েছে, গত ১৪ মার্চ ওই কিশোরীকে হিসারের একটি বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে গর্ভপাতের জন্য ভর্তি করিয়েছিলেন তাঁর এক আত্মীয়।

দিল্লিতে ১৬ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে ভুয়ো পুলিশ! দাবি রুশ পরিবারের

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ : পুলিশের উদ্দিতে জনা কয়েক তাঁদের গাড়ির পিছু ধাওয়া করছিলেন। তাঁদের গাড়িতে তল্লাশির নামে ব্যাগ থেকে ২০,০০০ ডলার হাতিয়ে নেন ওই উর্দিধারীরা। দিল্লিতে ঘুরতে আসা এক রুশ পরিবারের অভিযোগ, পুলিশ সেজে তাদের কাছ থেকে ওই টাকা হাতিয়েছেন দুষ্কৃতীরা। ভারতীয় মুদ্রায় যার মূল্য সাড়ে ১৬ লক্ষ টাকা। পুলিশের কাছে মস্কোর ওই বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ১৮ মার্চ ভারতে এসেছিলেন তারা। আগরায় গিয়ে তাজমহল দেখার জন্য তার আগের দিন থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ঘটনার দিন বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ সেখান থেকে ফিরছিলেন তাঁরা। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ আর্চবিশপ মাকারিয়স রোডে তাঁদের গাড়ির পিছু নেন পুলিশের উর্দিধারী কয়েক জন। পুলিশের পরিচয় দিয়ে গাড়ি থামাতে বলে তল্লাশি শুরু করেন তাঁরা। তল্লাশির ভান করে গাড়ির ভিতর থেকে একটি ব্যাগে রাখা ২০,০০০ ডলার হাতিয়েও নেন।

রাজস্থানে চিঙ্কারা মেরে বনভোজন হরিণ হত্যার ভিডিও করে চ্যালেঞ্জ শিকারিদের

থানা এলাকার পাম্বে সিংহ নগরের কালিজলের আশপাশের। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, একটি হরিণ শিকারের

পর সেটিকে গাছের ডালে ঝোলানো হয়েছে, সেটির চামড়া ছাড়িয়ে মাংস কাটা হচ্ছে। এরপর সেই মাংস রান্নাবান্না করে

সদস্য ভবানী সিং-ই সমাজমাধ্যমে হরিণ শিকার ও বনভোজনের ভিডিও প্রকাশ করে পুলিশকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

জেলায় জেলায়

মুর্শিদাবাদের ভরতপুর-২ ব্লকের কাগ্রাম পঞ্চায়েতে ভেঙে পড়েছে রাস্তা, নিকাশি নিয়েও অসন্তোষ

আনসার মোল্লা, ভরতপুর : হয়নি, পানীয় জল নিয়েও বহু মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার ভরতপুর-২ ব্লকের কাগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পাঁচ বছরেও প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের গ্রামে জগদ্ধাত্রী পুজোর নাম-দাবি, এলাকার বহু রাস্তায় পিচ ডাক আছে। এখানকার বহু পড়েনি। এমনকি মোড়ামও রাস্তায় ঢালাই হওয়ার বছর


খানেকের মধ্যেই পাথর উঠে গিয়েছে। নিম্নমানের কাজ হয়েছে বলে অভিযোগ। নিকাশি নালাগুলি সাফাই হয়না। রাস্তার পোহাতে হয় বাসিন্দাদের। পঞ্চায়েতের দায়সারা দাবি জলস্তর নেমে যাওয়ায় নলকূপগুলি মেরামত করা হলেও ফের খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কাগ্রামে একটি বাজার ভবন নির্মাণ হলেও সেটি এখনও চালু হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, তৃণমূল সরকারের আমলে উন্নয়নের আশা করেছিলাম কিন্তু তা হয়নি। উন্নয়নের চাইতে প্রচার বেশি হয়েছে, আর সরকারী অর্থের লুট, খরচাতি হয়েছে। তিনি কবির ছিলে বলেন, যা দেখিনি নয়নে তা দেখছি তৃণমূলের আমলে। যা উন্নয়ন হয়েছে তা কংগ্রেস আমলেই হয়েছে। তখন যেমন অর্থ পেয়েছে তেমন উন্নয়ন হয়েছে। আর বর্তমান সরকারের শাসনকালে কাজের চেয়ে আত্মসাৎ বেশি হয়েছে, জলের জন্য সারা বছর দুর্ভোগ তা মানুষ দেখছে, শুনছে।

সদ্য প্রকাশিত

তরী হতে তীর
পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
চতুর্থ প্রকাশ
দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঠিকানা কলকাতা
সুনীল মুঙ্গী
তৃতীয় সংস্করণ
দাম : ২০০.০০ টাকা


বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান
(চতুর্থ খণ্ড)
মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত
দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
দাম : ৪৫০.০০



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩

মনীষা প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই

জীবনী		
কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী	: নিকোলাই ইভানভ	৭০.০০
দর্শন		
দার্শনিক লেনিন	: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৯০.০০
ইতিহাস		
ইতিহাসের ধারা	: সুশোভন সরকার	৭৫.০০
সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও রামের অযোধ্যা	: রামশরণ শর্মা	৩০.০০
বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য		১০০.০০
ঠিকানা : কলকাতা	: সুনীল মুঙ্গী	২০০.০০
সাহিত্য		
আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি		২৫০.০০
রবীন্দ্র সাহিত্য		
রবীন্দ্র ভাবনা নির্বাচিত প্রবন্ধ	: তপতী দাশগুপ্ত	১৫০.০০
কাব্যগ্রন্থ		
দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র	:	২৫০.০০
বিজ্ঞান		
রাসায়নিক মৌল কেমন করে সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল	: ড. ন. ত্রিফোনভ ড. দ. ত্রিফোনভ	২৫০.০০
বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান	: মঞ্জুকুমার মজুমদার, ভানুদেব দত্ত (মোট ১৫ খণ্ড)	
CAA, NRC, NPR	: ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন	
মানছি না	: ড. বি. কে. কঙ্গো	
বিজেপির স্বরূপ (পরিবর্তিত সংস্করণ)	: এ. বি. বর্ধন	



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩

OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered : Editor : Philip S. Foner
Rs. 55.00

Somenath Lahiri Collected Writings :
Rs.15.00


Rise of Radicalism in Bengal
in the 19th Century : Satyendranath Pal
Rs. 190.00

Peasant Movement in India
19th-20th Centuries : Sunil Sen
Rs. 90.00

Political Movement in Murshidabad
1920-1947 : Bishan Kr. Gupta
Rs. 85.00

Forests and Tribals : N. G. Basu
Rs. 70.00

Essays on Indology
Birth Centenary tribute to Mahapandita
Rahula Sankrityayana :
Editor. Alaka Chattopadhyaya
Rs. 100.00



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩

সোনা কোথা থেকে এলো অনুব্রতের গড়ে এই নিয়ে বাড়ছে রহস্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : নদী থেকে বালি এবং কয়লার খাদ এবং গরু পাচার নিয়ে বীরভূম দীর্ঘদিন সংবাদ শিরোনামে। এনিয়ে উত্তপ্ত হতে দেখা গিয়েছে বীরভূমকে। কিন্তু এখন আবার সেই নদীর চরে বালি খুঁড়লেই পাওয়া যাচ্ছে সোনা, আর এই ঘটনাকে ঘিরে ফের একবার চর্চায় এসে পড়েছে অনুব্রতের গড়।

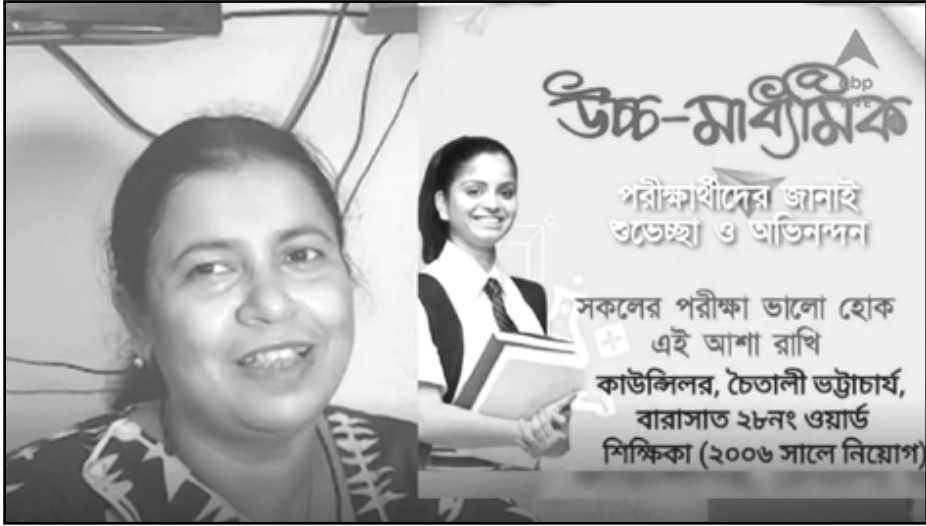
মুরারী ব্লকের অন্তর্গত পারকান্দি গ্রামের পাশে থাকা বাঁশলৈ নদীতে এইভাবে সোনা পাওয়ার ঘটনার খবর চাউর হতেই বৃহস্পতিবার থেকে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।

প্রশাসনের তরফ থেকে ওই এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে, যাতে কেউ সেখানে নামতে না পারেন। নদীর বালি থেকে এইভাবে সোনা পাওয়ার ঘটনার পর রামপুরহাট মহাকুমার মহকুমা শাসক সাদ্দাম নাভাস আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিদের খবর দিয়েছেন ওই খণ্ডায় কিভাবে সোনা এলো তা খতিয়ে দেখার জন্য। প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে এই সার্ভে টিম যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ পুলিশি ঘেরাটোপে থাকবে এলাকা।

তবে সবার মধ্যেই একটি প্রশ্ন জাগছে আর সেটি হল এই বিপুল পরিমাণ সোনা কোথা থেকে এলো? তা নিয়ে নানা মূর্নির নানা মত শোনা যাচ্ছে, কেউ কেউ বলছেন, মহেশপুর রাজবাড়ি ভেঙ্গে নদীর সঙ্গে মিশে যায়। সেক্ষেত্রে সেখান থেকেও এমন প্রাচীন অলংকার সহ মোহরের মতো জিনিস ভেসে চলে আসতে পারে। আবার কেউ কেউ অন্য মত পোষণ করছেন।

বাঁশলৈ নদীর চরে সোনা পাওয়ার ঘটনায় নানান মত পোষণ করা হলেও ঠিক কোথা থেকে এই বিপুল পরিমাণ সোনা এলো এবং এগুলি আদৌ সোনা নাকি অন্য কিছু তা এখনো স্পষ্ট নয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার টিম এলাকায় এসে পৌঁছায়। তারাই বিষয়টি খতিয়ে দেখে সঠিক উত্তর দিতে পারবেন।

আমি বাম আমলের শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে কাউন্সিলরের পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য



নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে শাসকদল যে কতখানি অহস্তিতে এবং সমাজে তার কতখানি প্রভাব পড়েছে তা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত পুরসভার এক নির্দল কাউন্সিলরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা পোস্টার দেখলে বোঝা যায়। ওই পোস্টার রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। বারাসাতের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে পোস্টারে লিখেছেন তিনি পেশায় শিক্ষক। নিয়োগের বছর ২০০৬ ! বাম আমলে তিনি চাকরি পেয়েছেন, উল্লেখ করেছেন। অনেকেই মনে করছেন তিনি তৃণমূলকে খোঁচা দিতেই এমন পোস্টার লাগিয়েছেন।

চারদিকে মুড়ি মুড়কির মতো ভূয়ো শিক্ষক বেরোচ্ছে ! একটা করে তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে, আর তাতে অযোগ্য শিক্ষকের ছড়াছড়ি! পরিস্থিতি এমন দাঁড়াচ্ছে, যে, যাঁরা যোগ্যতার বলে শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকা হয়েছেন, তাঁদের অনেকে রসিকতা করে কিংবা কৌশলে, কোন সালে তাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তার উল্লেখ করে, বোঝাতে চাইছেন, যে, তাঁরা টাকা দিয়ে কিংবা রাজনৈতিক দলকে ধরে, চাকরি পাননি! যেমন বারাসাতের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলর চৈতালি ভট্টাচার্য। নিজে শিক্ষিকা। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানতে পোস্টে তিনি তাঁর চাকরি পাওয়ার

বছরের উল্লেখ করেছেন। ২০০৬ সাল। অর্থাৎ তখন রাজ্যের ক্ষমতায় সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার অথবা বাম জমানা। অর্থাৎ নির্দল কাউন্সিলর বোঝাতে চেয়েছেন, এখন ঝুরি ঝুরি কার্যচাপির অভিযোগ উঠছে, কিন্তু তিনি চাকরি পেয়েছেন বাম আমলে, এখন নয়! তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, চৈতালি যাঁকে ভোটে হারিয়ে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন, তিনি তৃণমূলের লেদল হইকোর্টের নির্দেশে যিনি গ্রুপ-সি পদে চাকরি হারিয়েছেন সদ্য! তারপরই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে এই ধরনের কৌশলী পোস্টার দিয়েছেন ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চৈতালি!

স্কুল আছে, নেই একজনও পড়ুয়া গল্পগাছা করে বাড়ি ফেরেন দুই শিক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা : স্কুল আছে। শিক্ষকও আছেন। নেই শুধু স্কুলের পড়ুয়া। পড়ুয়াশূন্য এই স্কুলে নিয়ম মেনে স্কুলেও আসেন শিক্ষকরা। নিয়মমাস্কি স্কুলের গেট খোলা হয়, তবে শোনা যায় না ঘন্টার শব্দ, পড়ুয়াদের কোলাহল, পড়ার আওয়াজ। থুলো পড়ছে ব্ল্যাকবোর্ড থেকে পড়ুয়াদের বেঞ্চ। পূর্ব বর্ধমানে কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম-২ নম্বর ব্লকের গঙ্গাটিকুড়ি জুনিয়র হাইস্কুলে এই অবস্থা চলছে বহুদিন ধরে। স্কুলের দু'জন শিক্ষক নিয়ম করে রোজ আসেন। স্কুল খুলে অফিস রুমে বসে গল্প গুজব করেন, টিফিন খান তারপর যথা সময়ে স্কুল বন্ধ করে চলে যান। ২০১৩ সালে কেতুগ্রামের গঙ্গাটিকুরির মতো জনবহুল এলাকায় শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য এই স্কুলের অনুমোদন দিয়েছিলেন রাজা সরকার। প্রায় ৩ কাঠা জমির উপর তিনটি শ্রেণিকক্ষ, অফিস ঘর, মিড ডে মিল, রান্নার জায়গা সহ স্কুলভবন নির্মাণ করা হয়। স্কুলের দায়িত্বে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, নুফল

আমিন। দুজনই অবসরপ্রাপ্ত অতিথি শিক্ষক। এই স্কুল শতাধিক পড়ুয়া নিয়ে শুরু হলেও এবছর খাতায় কলমে একজন পড়ুয়ার নাম থাকলেও স্কুলে কোনও পড়ুয়াও আসে না। গ্রামবাসীদের কথায় দুই জন গেস্ট টিচার স্কুলের দায়িত্বে রয়েছেন। কোনও স্থায়ী শিক্ষক নেই এই স্কুলে। পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় পড়ুয়াদের লেখাপড়া ঠিকমত হয়না। সেই কারণেই এই স্কুলে কোনও পড়ুয়াকে ভর্তি করেন না অভিভাবকরা। স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক জানান, খাতায় কলমে এক জন পড়ুয়া থাকলেও বর্তমানে কোনও পড়ুয়া স্কুলে আসে না। সম্ভবত সঠিক পরিকাঠামো না থাকার কারণেই স্কুলের এই হালা। কেতুগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বিডিও অমিত সাউ জানান, দুই জন গেস্ট টিচার এই স্কুল চালান, কোনও স্থায়ী শিক্ষক না থাকায় অভিভাবকরা তাদের ছেলে মেয়েদের এই স্কুলে ভর্তি করতে চাইছেন না। এমনটাই জানতে পেরেছি। ফলে স্থায়ী শিক্ষক না থাকায় পড়ুয়া অভাবে ধুকছে কেতুগ্রামের গঙ্গাটিকুড়ি জুনিয়র হাই স্কুল।

গোবরডাঙ্গায় চিরন্তনের সপ্তম নাট্যোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সপ্তম চিরন্তন নাট্যোৎসব ২০২৩ প্রথম পর্যায় (জাতীয়) ১০-১২ মার্চ উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয়। এই জাতীয় নাট্য উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী সদস্য আশীষ চট্টোপাধ্যায় সহ বিভিন্ন নাট্যব্যক্তিত্ব। প্রেসক্লাবের সম্পাদক স্বপন কুমার দাস (নাট্যব্যক্তিত্ব)। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয় একটি বিশেষ নৃত্যের মধ্যে দিয়ে, যার পরিচালনায় ছিলেন ভবেশ মজুমদার। উদ্বোধনী দিনে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন রেডিও এবং টেলিভিশন শিল্পী সোমা দত্ত বণিক এবং কলকাতাকে নিয়ে একটি বিশেষ



নাট্য ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধিত করছেন শিক্ষক বিধান রায়।

কবিতা সংকলন তিনি পরিবেশন করেন। তারপরেই মঞ্চস্থ হয় 'নাবিক নাট্যমের পাখি' নাটকটি, যার পরিচালনায় ছিলেন জীবন অধিকারী। প্রথম দিনের সর্বশেষ অনুষ্ঠান ইমন মাইম সেন্টারের মুকাভিনয় 'চলুন ভাবি'। চিরন্তন জাতীয় নাট্য

উৎসবের দ্বিতীয় দিনের বুলিতে ছিল চিরন্তন প্রযোজিত সাধারণ বিভাগের নাটক 'নির্ধাতন', যার রচনা, নির্দেশনা এবং অভিনয়ে ছিলেন অজয় দাস। এছাড়া নীলাদ্রি কাঞ্জিলাল, বিপ্লব মোদক, কৌশিক দাস, স্বপন বল, লক্ষণ বিশ্বাস এবং শিশু

শিল্পী অদ্রীশ দাস ভালো অভিনয় করেন। বধু নির্ধাতনের ওপরে নাটকটি নির্মিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই নাটকে পতি নির্ধাতনের বিষয়টিও নাট্যকার সূচাক্রমভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া এই নাটকে আরো যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে

শিল্পী অদ্রীশ দাস ভালো অভিনয় করেন। বধু নির্ধাতনের ওপরে নাটকটি নির্মিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই নাটকে পতি নির্ধাতনের বিষয়টিও নাট্যকার সূচাক্রমভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া এই নাটকে আরো যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে

পুতুল নাটক 'আমার প্রকৃতি আমার ভালোবাসা', পরিচালনায় ছিলেন সোমা মজুমদার প্রযোজনা খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলি। এই নাট্য উৎসবের তৃতীয় অর্থাৎ শেষদিন বিকেল পাঁচটায় একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের বিষয় ছিল 'মাইন্ড ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ং আর্টিস্ট ইন থিয়েটার'। বক্তাগণ ছিলেন নাট্যকার, পরিচালক শ্রী শুভাশিস ব্যানার্জি, ফকেশ প্রশান্ত দে, নাট্যব্যক্তিত্ব জীবন অধিকারী। এই আয়োজনা সভার সঞ্চালক ছিলেন দলের নাট্যকার পরিচালক অজয় দাস। এই তিনদিনের জাতীয় নাট্য উৎসবে উপরি পাওনা হিসেবে ছিল মুখোশ এবং নাট্যচিত্র প্রদর্শনী, যার ভাবনা এবং পরিকল্পনায় ছিলেন সুতপা কর্মকার এবং গর্বিতা দাস।

ইউক্রেনে সমঝোতার ভিত্তি হতে পারে চিনের শান্তি প্রস্তাব : পুতিন

মস্কো, ২২ মার্চ : চিনের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনা ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আলোচনার ভিত্তি হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আজ মঙ্গলবার ক্রেমলিনে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর এক যৌথ বিবৃতিতে এসব কথা বলেন তিনি। পুতিন বলেন, যখন পশ্চিম ও কিয়েভ প্রস্তুত থাকবে, তখন ইউক্রেন যুদ্ধ নিষ্পত্তিতে চিনের দেওয়া শান্তি পরিকল্পনার অনেক শর্ত ভিত্তি হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, সির সঙ্গে তাঁর বৈঠকে এই শান্তি পরিকল্পনা ব্যাপক গুরুত্ব পেয়েছে।

সোমবার দুই দিনের সফরে মস্কো যান সি চিন পিং। আজ ছিল সফরের শেষ দিন। আজ বৈঠক শেষে যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন দুই শীর্ষ নেতা। ঘোষণা দুটির একটির বিষয়বস্তু চিন ও রাশিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতার পরিকল্পনা। অপরটি দুই দেশের সম্পর্ক আরও জোরদারের পরিকল্পনা নিয়ে। স্বাক্ষর শেষে সংবাদ সম্মেলনে যৌথ বিবৃতি পড়ে শোনান পুতিন ও শি। শুরুতেই রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, রাশিয়ার অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে চিনের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা। রাশিয়ার বিদেশি



বৈঠক শেষে যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং।

বাণিজ্যিক অংশীদারদের মধ্যে চিন নেতৃত্বস্থানে রয়েছে। রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল আমদানিতে চীন শীর্ষে রয়েছে উল্লেখ করে পুতিন বলেন, জ্বালানিসহ অর্থনীতি, যোগাযোগ ও লজিস্টিক খাতগুলোতে বৈজিৎয়ের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করবে মস্কো। এ ছাড়া পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার এগিয়ে নিতে কাজ করবে দুই দেশ।

পুতিনের পর সংবাদ সম্মেলনে যৌথ বিবৃতি পড়ে শোনান সি চিন পিং। তিনি বলেন, মস্কোয় পুতিনের সঙ্গে দেখা করতে পেরে তিনি খুব

খুশি। ঐতিহ্যবাহী আতিথেয়তা ও উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য রুশ প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদও জানান তিনি। পুতিনের সঙ্গে তাঁর নৈঠক খোলামোলা ও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল বলে জানান চিনের প্রেসিডেন্ট। শি বলেন, তিনি ও পুতিন ১০ বছরের বেশি সময় ধরে একে অপরকে সমর্থন করে আসছেন। আর এটা ভবিষ্যতে চালিয়ে যাবেন। দুই দেশের মধ্যে

বাণিজ্যের বিষয়ে সি বলেন, তিনটি খাতকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর নজর দেওয়া হবে। সেগুলো হলো, জ্বালানি বাণিজ্য, কাঁচামাল বাণিজ্য ও ইলেক্ট্রনিক বাণিজ্য। বৈজিৎয়ের

প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনার বিষয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট বলেন, গত মাসে ইউক্রেন পরিস্থিতি নিয়ে চিন তার অবস্থান প্রকাশ করেছে। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, আমরা নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে রাষ্ট্রসংঘের সনদ মেনে চলছি। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম রাশিয়া সফরে গেলেন শি জিন পিং।

আর তৃতীয়বারের মতো চিনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর দেশের বাইরে প্রথম পা রাখলেন তিনি। রাশিয়া সফরে গিয়ে চলতি বছরেই ভ্লাদিমির পুতিনকে চিনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি।

সবজির ঘাটতিতে ব্রিটেনে বেড়েছে মূল্যস্ফীতি

লন্ডন, ২২ মার্চ : রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সবচেয়ে বেশি মূল্যস্ফীতি দেখা যায় ব্রিটেনে। দেশটিতে পণ্যের দাম কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। সবজির ঘাটতির কারণে গত মাসে ব্রিটেনে প্রত্যাশার চেয়ে মূল্যস্ফীতি বোচ্ছে, যা ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। প্রতিবেদনে বলা হয়, ফেব্রুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৪ শতাংশে। জানুয়ারিতে এই হার ছিল ১০ দশমিক এক শতাংশ। রোস্টার্স ও পাবসে অ্যালকোহলের দাম বেড়ে যাওয়ায় পরিবারগুলোর খরচ আরও বেড়েছে। এই সময়ে পোশাকের দামও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে, বিশেষ করে শিশু ও নারীদের ক্ষেত্রে। তবে জ্বালানি তেলের দাম নিম্নমুখী রয়েছে। বৃহস্পতিবার ব্রিটেনে নতুন করে সুদের হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত আসতে পারে। তার আগে মূল্যস্ফীতির এমন পরিসংখ্যান সামনে এলাব্যাংক অব ইংল্যান্ড সুদের হার ব্যাাতে অথবা কমাতে বা একই রকম রাখতে পারে। গত কয়েক মাস ধরে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নানা ধরনের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে সুদের হার বাড়িয়েই চলেছে ব্যাংকটি। তাদের প্রধান লক্ষ্য হলো ঋণকে ব্যয়বহুল করা। ব্যয়ে মানুষকে নিরুৎসাহিত করতেই এই পদক্ষেপ।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণঘাতী ছত্রাকের সংক্রমণ নিয়ে নতুন উদ্বেগ

ওয়াশিংটন, ২২ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণঘাতী একটি ছত্রাকের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। ছত্রাকটির নাম ক্যানডিডা অরিস। দেশটির রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি) জানিয়েছে, ছত্রাকটির সংক্রমণ ছড়ানোর হার উদ্বেগজনক। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এই ছত্রাকে সংক্রমিত হন ৭৫৬ জন। এ বছর ছত্রাকে সংক্রমিত হয়েছেন ১ হাজার ৪৭১ জন।

চিকিৎসকেরা বলছেন, সুস্থ কারও ক্যানডিডা অরিসে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি কম। তবে যাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল অথবা ভেন্টিলেটর বা ক্যাথেটারের মতো ডিভাইস ব্যবহার করেন, তাঁরা সংক্রমিত হলে গুরুতর অসুস্থ বা মৃত্যুর ঝুঁকি আছে। যারা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের বেশির ভাগের শরীরে ছত্রাকের ওষুধ কাজ করে না। এ কারণেই ক্যানডিডা অরিস ছত্রাককে আর্জেণ্ট অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স স্ট্রেট হিসেবে বর্ণনা করছে সিডিসি। ইতিমধ্যে ছত্রাকটিতে সংক্রমিত হয়ে অনেক রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এ ছাড়া বয়োজ্যেষ্ঠ রোগীরা প্রবীণদের জন্য বিশেষায়িত চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি আছেন।

সিডিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ছত্রাকটিতে সংক্রমিত হয়ে তিন রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়। তাঁদের একজন মারা গেছেন। সিডিসির এই প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে অ্যানালস অব ইন্টারনাল মেডিসিন নামের একটি জার্নালে। তাতে বলা হয়েছে, ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবার ক্যানডিডা অরিসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছিল। এরপর কয়েক বছর সংক্রমণের তথ্য ছিল না। তবে ২০২১ ও ২০২২ সালে ছত্রাকটির সংক্রমণ দ্রুত বাড়তে শুরু করে।

পার্লামেন্টে যৌথ অধিবেশন বুধবার চার মামলায় ইমরানের জামিন

হুঁশিয়ারি দিল পুতিন

ইউক্রেনকে ইউরেনিয়াম–সমৃদ্ধ অস্ত্র দেবে ব্রিটেন

লন্ডন, ২২ মার্চ : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সতর্ক করে বলেন, ব্রিটেন যদি ইউক্রেনকে ইউরেনিয়াম–সমৃদ্ধ গোলাবারুদ ও ট্যাংক সরবরাহ করে, তাহলে মস্কো এর কঠোর প্রতিক্রিয়া জানাবে। মঙ্গলবার ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী অ্যানাবেল গোন্ডি নিশ্চিত করেন যে চ্যালেঞ্জার টু যুদ্ধ ট্যাংকের পাশাপাশি ইউক্রেনে পাঠানোর জন্য সামরিক সহায়তা প্যাকেজের অংশ হিসেবে ডিলিটেড ইউরেনিয়ামও রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পুতিন ব্রিটেনের উদ্দেশে এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

মঙ্গলবার ক্রেমলিনে চিনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে আলোচনার পর পুতিন সাংবাদিকদের বলেন, ব্রিটেন... ইউক্রেনে শুধু ট্যাংক সরবরাহের ঘোষণাই দেয়নি, ডিলিটেড ইউরেনিয়ামের শেল দেওয়ারও

ঘোষণা দিয়েছে। যদি এটি ঘটে, তবে রাশিয়া প্রতিক্রিয়া জানাতে বাধ্য হবে। বিস্তারিত কিছু না জানিয়ে পুতিন বলেন, এসব যদি ঘটে তাহলে রাশিয়াকে সে অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে। কারণ, পশ্চিমীরা ইতিমধ্যে সন্মিলিতভাবে পারমাণবিক উপাদানসহ অস্ত্র ব্যবহার শুরু করেছে। গোলাবারুদ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে অ্যানাবেল গোন্ডি গত সোমবার বলেছিলেন, ইউক্রেনকে চ্যালেঞ্জার টু প্রধান যুদ্ধ ট্যাংকের একটি স্কোয়াড্রন দেওয়ার পাশাপাশি আমরা ডিলিটেড ইউরেনিয়ামযুক্ত বর্ম–ছিদ্রকারী রাউন্ডসহ গোলাবারুদ সরবরাহ করব। এসব গোলাবারুদ আধুনিক ট্যাংক ও সাঁজোয়া যানকে পরাজিত করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ডিলিটেড ইউরেনিয়াম

প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। সন্ত্রাসের অভিযোগে ইসলামাবাদে দায়ের করা দুটি মামলায় শ্রেণ্তার এড়াতে জামিনের জন্য গতকাল মঙ্গলবার লাহোর হাইকোর্টে যান তিনি। শুনানি শেষে বিচারপতি শেহবাজ রিজভি ও বিচারপতি ফারুক হায়দার ২৭ মার্চ পর্যন্ত তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন।

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের অ্যাবোটাবাদে গত সোমবার একটি গাড়িতে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। গুলি ও গাড়ির জ্বালানি ট্যাংকের বিস্ফোরণে ইমরান খানের দলের ১ নেতাসহ ১০ জন নিহত হয়েছেন।

ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান চায় না যুক্তরাষ্ট্র : ইরান

তেহরান, ২২ মার্চ : ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি অভিযোগ করে বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান চায় না যুক্তরাষ্ট্র। তিনি বলেন, যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করেছে পশ্চিমা জোট। মঙ্গলবার মার্শহাদে এক বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আসলে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু করেছে। আমেরিকা পূর্বে ন্যাটো সহস্প্রসারণের জন্য এই যুদ্ধের ভিত্তি তৈরি করে। খামেনি বলেন, এখন ইউক্রেন যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লাভভান হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তিনি বলেন, ইউক্রেনের দরিদ্র জনগণ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র প্রস্তুতকারী



আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি

সংস্থাগুলো সুবিধা নিচ্ছে। তাই তারা যুদ্ধ শেষ করার পথে হাঁটছে না। সর্বোচ্চ এ নেতা তেহরানের অবস্থানের ওপর জোর দিয়ে বলেন, যুদ্ধে তাদের কোনো অংশগ্রহণ নেই। ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার সমর্থনে ড্রোন দেওয়ার

বিষয়টিও অস্বীকার করেন তিনি। খামেনি গত জুলাই মাসে, তেহরান সফরের সময় ভ্লাদিমির পুতিনকে বলেছিলেন, রুশ প্রেসিডেন্ট উদ্যোগ না নিলে ন্যাটো যুদ্ধ শুরু করতো। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং পুতিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য মস্কোয় থাকা অবস্থায় মঙ্গলবার ইরানের এই নেতা এসব কথা বলেছেন। শি জিনপিং এক বছর ধরে চলা যুদ্ধ বন্ধে একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তির প্রস্তাব করেছেন। শি ও পুতিনের দ্বিতীয় দিনের আলোচনার সময়ও, ন্যাটোপ্রধান জেনস স্টলটেনবার্গ রাশিয়াকে অস্ত্র সরবরাহের বিরুদ্ধে চিনকে সতর্ক

করেন। চিনের শান্তি পরিকল্পনা প্রস্তাব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিসদের মুখপাত্র জন কিরবি বলেছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিরতির আহ্বান অগ্রহণযোগ্য বিষয়।এ মাসের শুরুর দিকে চিন, ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে একটি বহুল প্রত্যাশিত চুক্তির মধ্যস্থতা করে। যার ফলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ৭ বছর পর তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়। এর মাধ্যমে বৈজিৎ নিজেকে এই অঞ্চলে একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

পাকিস্তানে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৯

ইসলামাবাদ, ২২ মার্চ : পাকিস্তানে খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ভূমিকম্পে নিহত মানুষের সংখ্যা বোে ৯–এ দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছেন ৪৪ জন। প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হতাহতের এ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। মঙ্গলবার আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সীমান্তে ৬ দশমিক ৫ মাত্রার এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) তথ্য অনুযায়ী, আফগানিস্তানের উত্তর–পূর্বাঞ্চলের জুরম এলাকার কাছে ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল। এর গভীরতা ছিল ১৮৭ কিলোমিটার।

পাকিস্তানের স্থানীয় সময় রাত ৯টা ৪৭ মিনিটের দিকে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। একে খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া দেশটির লাহোর, ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি, কোয়েটা, পেশোয়ার, লাক্কি মারওয়াত, সোয়াবি, পারাচিনার, নওশেরা, কোহাত, স্কারদু, তোবা, টেক সিং, খানোওয়াল, লোধরান, ডিজি খান, ডাওয়ালপুর এবং আরও কিছু এলাকায় ভূমিকম্পটি অনুভূত



ভূমিকম্পে আতঙ্কিত লাহোরের একটি রাস্তা।

ফটো : এএফপি

হয়েছে। ভূমিকম্পের পর পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের হাসপাতালগুলোতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রদেশ জুড়ে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে। ভূমিকম্প–পরবর্তী কয়েকটি কম্পনও অনুভূত হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, খাইবার পাখতুনখাওয়ার লোয়ার দির জেলার তিমেরগরা এলাকার

হাসপাতালে সাতজনকে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের বেশির ভাগই আতঙ্কে ছুটোছুটি করার সময় আহত হয়েছেন। সোয়াত উপত্যকার পুলিশপ্রধান শফিউল্লাহ গান্ধাপুর বলেছেন, মাদিয়ান শহরে ঘরের ছাদ ধসে এক কিশোরী নিহত হয়েছে। ওই পুলিশ কর্মকর্তা আরও বলেছেন, উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার খবর পেয়েছেন তাঁরা। ওই এলাকায় কমপক্ষে

১৫০ জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল আছে। ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডির বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবন এবং প্ল্যাটে ফাটল দেখা গেছে। এতে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল, ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি ও কাশ্মীর থেকেও এ কম্পন অনুভূত হয়েছে।

ছারপোকায় অতিষ্ঠ কানাডার যে শহরের মানুষেরা

টরেন্টো, ২২ মার্চ : শীর্ষে রয়েছে টরন্টোর নাম। পরপর তিন বছর ধরে এ তালিকায় শুরুরে রয়েছে টরন্টো। আধুনিক সুযোগ–সুবিধার মিশেল শহরটিকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করেছে। সারি সারি সুউচ্চ ভবন যেন মট্রোপলিটন এ শহরের আভিজাত্যের প্রতীক। এসবের মধ্যেও ছোট্ট একটি জিনিস টরন্টোবাসীর কন্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা হলো ছারপোকা।কানাডার যেসব শহরে প্রতিরোধে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে এবং প্রকাশ করা হয়েছে। তালিকায়



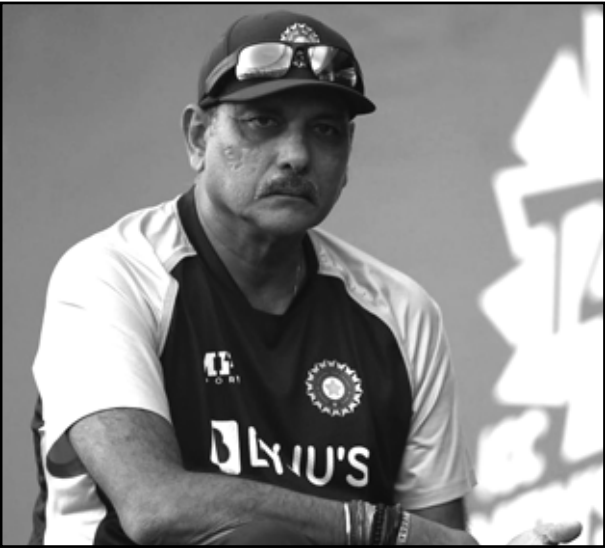
ছোট্ট ছারপোকা টরন্টোবাসীর কন্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতীকী ফটো : এএফপি

মানুষের সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে ২৫টি শহরকে এবারের তালিকায় রেখেছে অরকিন কানাডা। তালিকায় টানা তিন বছর ধরে শীর্ষে রয়েছে টরন্টো। টরন্টোর পরের অবস্থানে আছে যথাক্রমে ভ্যান্কুভার, সাডব্যারি, ওশাওয়া ও অটোয়া। শীর্ষ দশের অন্য ৫টি শহর যথাক্রমে স্কারব্রট, সন্ট স্টে. মেরি, লন্ডন (অন্টারিও), সেন্ট জনস ও হ্যামিলটন। প্রথম ১০টি শহরের ৮টিই অন্টারিও রাজ্যের। তালিকায় আরও রয়েছে বড় শহর উইনিপেগ, মন্ট্রিল, উইন্ডসর, ক্যালগেরির নামও। অরকিন কানাডার কীটতত্ত্ববিদ অ্যালিস সিনিয়া বলেন, ছারপোকাগুলো খালি চোখে দেখা যায়। তবে এগুলো দ্রুত লুকিয়ে পড়তে পারে। এদের নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন। অ্যালিস সিনিয়া জানান, শুধু বাটিতে বিছানার কোনায় কোনায় নয়, বরং ট্যাক্সি, বাস, ট্রেন, উডোজাহাজেও ছারপোকা রয়েছে। মানুষ যখন ভ্রমণ করেন, তখন তাঁদের সঙ্গে এগুলোও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ছারপোকা থেকে মুক্তির উপায় সচেতনতা ও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন থাকা।

তিনটি ফরম্যাটে ব্যবহার করা হলে সমস্যা বাড়বে, উমরান-শামিদের জন্য শাস্তীর পরামর্শ

মুম্বাই, ২২ মার্চ : গতি দিয়ে সবার নজর কেড়ে নিয়েছেন উমরান মালিক। ব্রেক্ট লি-র মতো প্রাক্তন অজি তারকা বলেছেন, দল তিনি গড়লে উমরান মালিককে প্রথম একাদশে রাখতেন। উমরান মালিককে সুযোগ দেওয়ার কথা বলছেন দেশেবিদেশের প্রাক্তন তারকারা। ভারতের নতুন স্পিডস্টারকে কীভাবে ব্যবহার করা উচিত, সেই সম্পর্কে পরামর্শ দিচ্ছেন রবি শাস্ত্রী।

শুধু উমরান মালিক নন, অন্য তারকা বোলারদেরও বাঁচিয়ে রাখার কথা বলছেন শাস্ত্রী। কাতারে অনুষ্ঠিত লিজেডস লিগ ক্রিকেটে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রাক্তন কোচ। এক সাংবাদিক বৈঠকে শাস্ত্রী ভারতের স্পিড স্টার উমরান মালিক



প্রসঙ্গে বলেছেন, ওকে সেট আপনার অংশ হিসেবে দেখতে চাই আমি। উমরান কীভাবে পারফর্ম করছে, সেটা দেখবে টিম ম্যানেজমেন্ট। সঠিক সময়ে তরুণ

খেলোয়াড়কে প্রয়োগ করা হবে। আদর্শ উদাহরণ হল মহম্মদ সিরাজ। সব ফরম্যাটে ওকে ব্যবহার করা হয়েছে।

২০২২ সালে দেশের হয়ে

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আবির্ভাব ঘটে উমরান মালিকের। ২২টি উইকেট নেন তিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জাতীয় দলের হয়েও সুযোগ পাননি উমরান। ভারতের এই গতিদানবকে আসল সময়ের জন্য তৈরি রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন শাস্ত্রী। ভারতের হেড কোচ বলছেন, ইউ হ্যাভ টু সেভ হিম, ইউ হ্যাভ টু সেভ শামি। তিনটি ফরম্যাটেই যদি খেলানো হয়, তাহলে তো সমস্যা বাড়বে। যে ফরম্যাটে শামি, সিরাজ খেলেছে না, সেখানে সুযোগ দেওয়া হোক উমরান মালিককে। প্রত্যেককে তৈরি থাকতে হবে। প্রত্যেককে তৈরি রাখতে হবে। বুমরাহর এখন চোট, ফলে ওর বিকল্প তৈরি রাখা জরুরি। এটা গুরুত্বপূর্ণ।

বিরাটকে পরামর্শ শোয়েব আখতারের

করাচি, ২২ মার্চ : বিরাট কোহলির জন্য পরামর্শ পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার শোয়েব আখতারের। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টেস্ট সেঞ্চুরির খরা কাটিয়েছেন কোহলি। শোয়েব আখতার যা বলছেন, তা মেনে চললে একশোয় একশো কোনও ব্যাপারই নয় বিরাট কোহলির কাছে। রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসের পরামর্শ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট না খেলে টেস্ট ও ওয়ানডে ফরম্যাটে মন দিক কোহলি। তাহলে এনার্জি সঞ্চার রাখতে পারবেন বিরাট। এনার্জি বাঁচিয়ে রেখে টেস্ট ও ওয়ানডে ক্রিকেট বেশি করে খেললে সেঞ্চুরিও আসবে। যত বেশি টেস্ট খেলবেন, তত বেশি শতরানও আসবে।

অজিদের বিরুদ্ধে টেস্টে সেঞ্চুরি পেলেও, ওয়ানডে সিরিজে রানে নেই কোহলি। শোয়েব আখতার ভারতের রান মেশিন কোহলিকে পরামর্শ দিয়ে বলছেন, ক্রিকেটার হিসেবে যদি



আমাকে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে বলব বিরাট যেন টেস্ট এবং ওয়ানডে ফরম্যাটেই খেলে। টি-টোয়েন্টিতে এনার্জি ক্ষয় হয় ওর। যদিও টি-টোয়েন্টিতে খেলতে পছন্দ করে কোহলি। কিন্তু ওর শরীরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কোহলির বয়স এখন কত? ৩৪? আরও ৬-৮ বছর খেলতে পারে বিরাট। যদি ৩০-৫০ টা টেস্ট ম্যাচ খেলে, তাহলে এই টেস্টগুলো থেকে ২৫টা সেঞ্চুরি কোহলি করতেই পারে।

নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করার আগে ৪১টি ইনিংসে শতরান পাননি কোহলি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৭৫টি শতরানের মালিক তিনি। ২৮টি টেস্ট সেঞ্চুরি কোহলির। আহমেদাবাদে সেঞ্চুরি করার আগে কোহলি টেস্ট ম্যাচে শেষ বড় ক্রিকেটার কে আছে? কেউই নেই। দু'জনকে নিয়ে আলটপকা মন্তব্য করা হয় নজর কাড়ার জন্য। এই ধরনের মন্তব্য করা বন্ধ হোক।

মার্চের শেষ সপ্তাহে মাঠে নামছেন মেসি, রোনাল্ডো!

জুরিখ, ২২ মার্চ : বিশ্বকাপের পরে আবার আন্তর্জাতিক ফুটবল ফিরছে। এক দিকে প্রীতি ম্যাচ। অন্য দিকে ২০২৪ সালের ইউরো কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব। আরও এক বার দেশের জার্সিতে খেলতে দেখা যাবে লিয়োনেল মেসি, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, কিলিয়ান এমবাপেদের। কবে কবে, কার বিরুদ্ধে খেলবেন তাঁরা?

মার্চের শেষ সপ্তাহে আর্জেন্টিনার দু'টি প্রীতি ম্যাচ রয়েছে। ২৪ মার্চ পানামার বিরুদ্ধে খেলবে তারা। পরের খেলা ২৮ মার্চ। প্রতিপক্ষ কুরাসাও। দু'টি ম্যাচেই খেলার কথা মেসির। প্রীতি ম্যাচ খেলতে ইতিমধ্যেই আর্জেন্টিনায় গিয়েছেন লিয়ো। অন্য দিকে ইউরো কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলতে নামবে পর্তুগাল। দলের কোচ রবার্তো মার্তিনেস জানিয়েছেন, আরও এক বার জাতীয় দলের হয়ে খেলতে নামবেন রোনাল্ডো। ফুটবলারের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে ইউরো কাপের দলে রেখেছেন মার্তিনেস। মার্চের শেষ সপ্তাহে দু'টি ম্যাচ রয়েছে পর্তুগালেরও। ২৪ মার্চ লিচেনস্টেইনের বিরুদ্ধে খেলবে পর্তুগাল। তাদের পরের ম্যাচ ২৭ মার্চ। প্রতিপক্ষ লুক্সেমবার্গ।

এ ছাড়া ইটালি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম,



স্পেন, ক্রোয়েশিয়া, ব্রাজিলের মতো দেশও খেলতে নামছে মার্চের শেষ সপ্তাহে। কবে, কার খেলা এক নজরে : ২৪ মার্চ : ইটালি বনাম ইংল্যান্ড (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ) ডেনমার্ক বনাম ফিনল্যান্ড (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ) পর্তুগাল বনাম লিচেনস্টেইন (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ) আর্জেন্টিনা বনাম পানামা (প্রীতি ম্যাচ) ২৫ মার্চ : ফ্রান্স বনাম নেদারল্যান্ডস (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ)

চেক প্রজাতন্ত্র বনাম পোল্যান্ড (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ) সুইডেন বনাম বেলজিয়াম (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ) ২৬ মার্চ : স্পেন বনাম নরওয়ে (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ) ইংল্যান্ড বনাম ইউক্রেন (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ) ক্রোয়েশিয়া বনাম ওয়েলস (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ) মরক্কো বনাম ব্রাজিল (প্রীতি ম্যাচ) ২৭ মার্চ : মাল্টা বনাম ইটালি

(ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ) লুক্সেমবার্গ বনাম পর্তুগাল (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ) ২৮ মার্চ : নেদারল্যান্ডস বনাম জিপ্রাল্টার (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ) আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র বনাম ফ্রান্স (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ) আর্জেন্টিনা বনাম কুরাসাও (প্রীতি ম্যাচ) ২৯ মার্চ : স্কটল্যান্ড বনাম স্পেন (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ) তুরস্ক বনাম ক্রোয়েশিয়া (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ)

ইউপি ওয়ারিয়র্সকে হারিয়ে লিগ চ্যাম্পিয়ন দিল্লি ক্যাপিটালস

মুম্বাই, ২২ মার্চ : লিগের একেবারে শেষ ম্যাচে নির্ধারিত হল চূড়ান্ত ক্রমতালিকা। কারা লিগ চ্যাম্পিয়ন হবে, তা টের পাওয়া যায়নি আগে থেকে। উত্তেজনা জ্বিইয়ে থাকে শেষ পর্যন্ত। বোঝাই যাচ্ছে যে, চলতি উইমেল প্রিমিয়ার লিগে লড়াই জমে ওঠে কতটা।

রয়্যাল চ্যালেন্জার্স ব্যাঙ্গালোর ও গুজরাট জায়ান্টস যে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাচ্ছে, তা স্থির হয়ে যায় সোমবার। মঙ্গলবার প্রথম ম্যাচে মুম্বাই পরাজিত করে রয়্যাল চ্যালেন্জার্স ব্যাঙ্গালোরকে এবং লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করে। পরে শেষ ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালস হারিয়ে দেয় ইউপি ওয়ারিয়র্সকে। ফলে তারা পুনরায় মুম্বাইকে টপকে এক নম্বরে উঠে আসে।

সুতরাং লিগ টেবিলের ১ নম্বরে থেকে সরাসরি ফাইনালের টিকিট হাতে পেয়ে যায় দিল্লি ক্যাপিটালস। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স লিগের অভিযান শেষ করে দ্বিতীয় স্থানে থেকে। তাদের এবার এলিমিনেটরের লড়াইয়ে নামতে হবে তৃতীয় স্থানে থাকা ইউপি ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে। অথচ শুরু থেকেই মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স একতরফা দাপট দেখিয়ে আসে লিগ টেবিলে। দিল্লি টেক্সা দেয় কার্যত শেষ বেলায়।

দিল্লি ও মুম্বাই, উভয় দলই নিজদের ৮টির মধ্যে ৬টি করে ম্যাচে জয় তুলে নেয়। পরাজিত হয় ২টি করে ম্যাচে। দু'দলের পরস্পর সংখ্যা দাঁড়ায় ১২। তবে নেট রান-রেটে এগিয়ে থাকে ক্যাপিটালস। অন্যদিকে ইউপি ওয়ারিয়র্স ৮টি ম্যাচের মধ্যে ৪টি জেতে ও ৪টি হারে। তারা সাকুলে ৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে। আরসিবি ও গুজরাট জেতে মাত্র ২টি করে ম্যাচ। তারা উদ্বোধনী মরশুমে ৬টি করে ম্যাচে পরাজিত হয়।

উইমেল প্রিমিয়ার লিগের চূড়ান্ত পয়েন্ট টেবিল :— ১. দিল্লি ক্যাপিটালস : ম্যাচ-৮, জয়-৬, হার-২, পয়েন্ট-১২ (নেট রান-রেট : ১.৮৫৬) ২. মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স : ম্যাচ-৮, জয়-৬, হার-২, পয়েন্ট-১২ (নেট রান-রেট : ১.৭১১) ৩. ইউপি ওয়ারিয়র্স : ম্যাচ-৮, জয়-৪, হার-৪, পয়েন্ট-৮ (নেট রান-রেট : -০.২০০) ৪. রয়্যাল চ্যালেন্জার্স ব্যাঙ্গালোর : ম্যাচ-৮, জয়-২, হার-৬, পয়েন্ট-৪ (নেট রান-রেট : -১.১৩৭) ৫. গুজরাট জায়ান্টস : ম্যাচ-৮, জয়-২, হার-৬, পয়েন্ট-৪ (নেট রান-রেট : -২.২২০)

বেয়ারস্টোকে ছাড়াই নামছে পাঞ্জাব কিংস

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ : এগিয়ে আসছে আইপিএল। কিন্তু তার আগেই দেওয়াল লিখন পড়ে ফেলেছে পাঞ্জাব কিংস। ইংল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটার জনি বেয়ারস্টোকে এবারের মেগা টুর্নামেন্টে পাবে না পাঞ্জাব। ফলে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই বড় ধাক্কা পাঞ্জাব কিংস শিবিরে। পুরোদস্তুর সুস্থ হয়ে অ্যাশেজে নামবেন বেয়ারস্টো, সেই কারণে আইপিএলে খেলবেন না ইংল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটার।

উল্লেখ্য ১৬ জুন শুরু হবে অ্যাশেজ। সেখানে বেয়ারস্টোকে দেখা যাবে। তার আগে ১ জুন অয়ারল্যান্ডের সঙ্গে টেস্ট ম্যাচ রয়েছে ইংল্যান্ডের। সেই টেস্টেও দেখা যেতে পারে বেয়ারস্টোকে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে গলফ খেলতে গিয়ে পা ভাঙেন বেয়ারস্টো। অস্ত্রোপচারের পরেই স্থির হয়ে গিয়েছিল ২০২২ সালে আর মাঠে ফেরা সম্ভব নয় বেয়ারস্টোর পক্ষে। গত বছরে ১৯টি ইনিংসে ১০৬১



রান করেন বেয়ারস্টো। ছ'টি সেঞ্চুরি হাঁকান তিনি। ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই চোট ছিটকে দেয় জনি বেয়ারস্টোকে। যদিও তাতে সমস্যা কিছু হয়নি ইংল্যান্ডের। বেয়ারস্টোকে ছাড়াই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয় ইংল্যান্ড। আসন্ন আইপিএলে বেয়ারস্টোকে না পাওয়ার ফলে

পাঞ্জাব কিংসকে ইংল্যান্ড তারকার বিকল্প কাউকে খুঁজে নিতে হবে। ট্রফি জেতার জন্য বেয়ারস্টোর উপরেই নির্ভরশীল ছিল পাঞ্জাব, একথা বলাই বাহুল্য। নিলামে যে বিদেশিরা অবিক্রিত থেকে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে থেকেই বেয়ারস্টোর বিকল্প খুঁজতে হবে পাঞ্জাবকে।

মেসির চুক্তি পুনর্নবীকরণ নিয়ে নিশ্চিত নয় পিএসজি

প্যারিস, ২২ মার্চ : বর্তমান ফুটবল বিশ্বের অন্যতম কিংবদন্তি ফুটবলার আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি। গত বছরেই দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে জিতিয়েছেন ফুটবল বিশ্বকাপের ট্রফি। দীর্ঘ ৩৬ বছরের খরা কাটিয়েছেন তিনি। এরপরে ফিরে গিয়েছেন ক্লাব ফুটবলে। তবে ক্লাব ফুটবলে তাঁর সময়টা একেবারেই ফুটলো যাচ্ছে না। পিএসজি ঘরোয়া টুর্নামেন্ট হোক কিংবা ইউরোপীয় টুর্নামেন্ট, কোনও ক্ষেত্রেই খুব ভালো ফল করতে পারেনি তিনি। সম্প্রতি ক্লাব ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে নাকি তাঁর সম্পর্কের শীতলতা তৈরি হয়েছে। এমনটাই রটনা রয়েছে ফুটবল সার্কিটে। উল্লেখ্য এই মরশুমের শেষ পর্যন্ত পিএসজির সঙ্গে চুক্তি রয়েছে মেসির। ইতিমধ্যেই মেসির কাছে একাধিক টাকার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে সৌদি লিগে খেলা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর প্রতিপক্ষ ক্লাব আর হিলালের

প্রস্তাবও। ফলে চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে পিএসজির সঙ্গে মেসির চুক্তি আদৌ পুনর্নবীকরণ হবে কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত নয় তাঁর ক্লাব পিএসজি। ফরাসি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী মেসির ক্লাব পিএসজিও নাকি ভাবনা চিন্তা করছে তারা আদৌ মেসির চুক্তি পুনর্নবীকরণের উদ্যোগ নেবে কিনা! যদিও গত মাসেই ক্লাবের ডিরেক্টর লুইস ক্যাম্পাস জানিয়েছিলেন মেসির সঙ্গে নাকি তাদের তরফে আলোচনা করা হচ্ছে চুক্তি পুনর্নবীকরণের বিষয়টি নিয়ে।

প্রখ্যাত ফরাসি সংবাদপত্র এল ইকুইপের মতে পিএসজির সমর্থকদের মধ্যে নাকি মেসির পারফরম্যান্স নিয়ে অসন্তোষ বাড়ছে। কারণ চলতি মরশুমে ইতিমধ্যেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে যেতে হয়েছে পিএসজিকে।

মেসির সঙ্গে নয়। চুক্তির বিষয়ে উঠে এসেছে ইস্টার

মিয়ামি, আল হিলালের মতন ক্লাবগুলোর নাম। এমনকি তাঁর পুরনো ক্লাব বার্সেলোনাতেও তিনি ফিরতে পারেন বলে একটা জল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য এই বার্সেলোনা ক্লাব থেকেই পিএসজিতে গিয়েছিলেন মেসি। বার্সেলোনা থেকে পিএসজিতে দুই বছরের চুক্তিতে গিয়েছিলেন মেসি। বার্সেলোনা ক্লাবের আর্থিক সমস্যার কারণেই দীর্ঘদিনের ক্লাব ছেড়ে মেসিকে পা রাখতে হয়েছিল পিএসজিতে। দুই বছরে পিএসজির সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়েছিল ১১০ মিলিয়ন পাউন্ডের অর্থাৎ ১৩০ মিলিয়ন ডলারের। এর ফলে সারা বিশ্বে সর্বাধিক পারিশ্রমিক পাওয়া ফুটবলার হন তিনি। তাঁর বেতনকে এইভাবে ভাগ্য হয়েছিল : মূল বেতন ৭০ মিলিয়ন পাউন্ড (৮৩ মিলিয়ন ডলার), বোনাস ৪০ মিলিয়ন পাউন্ড (৪৭ মিলিয়ন ডলার)। তৃতীয় বছরে চুক্তি স্বাক্ষর হলে যোগ্য হত ইমেজ রাইটস এবং লয়ালিটি বোনাস।

নেদারল্যান্ডস ম্যাচ দিয়ে শুরু করছেন অভিযান

ফ্রান্সের নতুন অধিনায়ক এমবাপে

প্যারিস, ২২ মার্চ : ইউরো কাপের যোগ্যতা পর্বে ফ্রান্সকে নেতৃত্ব দেবেন কিলিয়ান এমবাপে। কাতার বিশ্বকাপের পরে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণ করেন গোলকিপার হুগো লরিস। তিনি না থাকায় ইউরো কাপের যোগ্যতাপর্বের ম্যাচে এমবাপের হাতেই থাকবে ক্যপ্টেনের আর্মব্যান্ড।

ফরাসি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, দিদিয়ের ডেশঁর সঙ্গে কথা বলার পরেই এমবাপে সিদ্ধান্ত নেন তিনিই ফরাসি দলকে নেতৃত্ব দেবেন। শুক্রবার স্টাড দ্য ফ্রান্সে ইউরো কাপের যোগ্যতা পর্বের ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের সামনে ফ্রান্স। সেই ম্যাচ থেকেই দলকে নেতৃত্ব দেবেন ফরাসি তারকা। হুগো লরিস অবসর গ্রহণের পরে জাতীয় দলের অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন এমবাপে। ফ্রান্সের হয়ে ৬৬টি



ম্যাচ খেলেছেন ফরাসি এই তারকা। ২০১৮ সালে বিশ্বজয় করে ফ্রান্স। ফরাসি শিবিরের সেই জয়ের পিছনে বড় অবদান ছিল এমবাপের। কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ফ্রান্স। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সকে ম্যাচে ফেরান এমবাপে। ফাইনালে হ্যাটট্রিক করেন ফরাসি তারকা। তবুও অবশ্য এবার হার এড়াতে পারেননি। সব দেশের কোচই ইউরোয়

এখন ফোকাস করছেন। ফ্রান্সও তরুণ অধিনায়কের উপরে দায়িত্ব দিচ্ছে। এর আগে গত সেপ্টেম্বরে নেশনস লিগের ম্যাচে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এমবাপে। উল্লেখ্য, লরিস দীর্ঘ সময় ধরে ফ্রান্সের অধিনায়কত্ব করেন। ২০০৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সকে নেতৃত্ব দেন তিনি। লরিস সরে যাওয়ার পরই এমবাপেকে বেছে নেওয়া হয় অধিনায়ক।